ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 November, 2019 ■ আগরতলা, ২২ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের নাগরিকত্ব এদেশের কারোর অধিকার খর্ব করে নয়

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে তীব্র আপত্তি জেনে রাজ্যবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা রাম মাধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। সংসদের শীতকালিন অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাতে দৃঢ় মনস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিল নিয়ে মানুষের স্নায়ুর চাপ মেপে নেওয়াটাও জরুরী বলে মনে করছে বিজেপি। আজ একদিনের ঝটিকা সফরে রাজ্যে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলির সাথে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের ভাবাবেগ বোঝার চেষ্টা করেছেন। একই সাথে দলের নেতাদেরও বক্তব্য জেনে নিয়েছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে শাসক জোট উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইপিএফটি এবং বিরোধী আইএনপিটি বিরোধীতা করেছে। শুধু তাই নয়, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে তাঁর কাছে আপত্তি জানিয়েছেন। তাই আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে রাম মাধব নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্তে থাকতে অভয় দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা হবে। একই সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে ত্রিপুরার জনজাতি ও স্থায়ী নাগরিকদের অধিকার খর্ব করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্তে থাকতে বলেছেন।

সামনেই এডিসি নির্বাচন। ফলে, নির্বাচনের আগে উপজাতি মহল্লায় দলের ভিত মজবুত হয়েছে কি না তা যাচাই করে নেওয়াও প্রয়োজন বলে মনে করেছে বিজেপি। তবে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ত্রিপুরার মতামত জেনে নেওয়া বিজেপির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলেও পরিচিত। ফলে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল জনজাতি ভাবাবেগকে কতটা নাড়িয়েছে তা বুঝে নিতেই এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এদিন তিনি রাজ্য অতিথিশালায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের সাথে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচ্য বিষয়ে সাংগঠনিক ও এডিসি নির্বাচনও প্রাধান্য পেয়েছে বলে সূত্রের দাবি। দলীয় নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে রামমাধব শাসক জোট আইপিএফটি এবং আইএনপিটির কাছ থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে মতামত জেনেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোরও এই বিল নিয়ে মতামত জানিয়েছেন তাঁর কাছে।

এদিন আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতা করেছে আইপিএফটি। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং এনআরসি ইস্যুতে দিল্লীতে সবিস্তারে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়েছে। ওই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ ১৫ লক্ষ টাকাসহ যুবক ধৃত সীমান্ত গ্রাম শ্রীমন্তপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। নগদ ১৫ লক্ষ টাকা সহ এক যুবককে আটক করেছে বিএসএফ। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া শ্রীমন্তপুর গ্রামে বিএসএফ এবং কাস্টমস-র যৌথ অভিযানে তাকে জালে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, একই দিনে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৫০ টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট এবং গাঁজা উদ্ধার করেছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুন ভর্মা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা মারফত খবর পাওয়া গিয়েছিল শ্রীমন্তপুর গ্রামের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার হবে। তাতে, প্রচুর টাকার লেনদেনও হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে কাস্টমস এবং শ্রীমন্তপুর বিওপি-র জওয়ানরা যৌথ অভিযানে নামেন।

তিনি জানান, শ্রীমন্তপুর সীমান্তে এক যুবককে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু, ওই যুবক পিঠে কালো ব্যাগ ঝুলিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে, বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করতে সক্ষম হন। তার ব্যাগ তল্লাশি করে ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে বি এস এফ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারা দেশে এনআরসি ঘোষণায় রাজ্যের জনজাতিরা খুশি, আপত্তি সিপিএমের, সুর চড়াল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সারা দেশে এনআরসি চালুর ঘোষণাকে সাধুবাদ দিয়েছে রাজ্যের জনজাতিভিত্তিক দুই আঞ্চলিক দল আইপিএফটি এবং আইএনপিটি। তবে, সিপিএম এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছে। একই পথে হেঁটেছে প্রদেশ কংগ্রেসও। ফলে, এনআরসি নিয়ে শাসক বিরোধী উভয় শিবিরেই তীব্র মতানৈক্য রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের এনআরসি নিয়ে ঘোষণাকে ঘিরে ত্রিপুরায় শাসক জোট জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইপিএফটি সাধুবাদ দিয়েছে। দলের সভাপতি তাতে ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মার সাফ কথা, জনজাতি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্থ না হলে এনআরসি-তে আপত্তি নেই। তাঁর বক্তব্য, আইনিভাবে যাঁরা এনআরসি-তে যুক্ত হওয়ার যোগ্য তাঁরা থাকবেন। অন্যরা বেরিয়ে যাবেন। তাতে, আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই।

প্রায় একই সুরে বলেন ত্রিপুরায় জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক বিরোধী দল আইএনপিটি। দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা বলেন, ভারতীয় সংবিধানকে যাঁরা মান্যতা দেবেন তাঁরা এনআরসি-কে অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় ধরে এনআরসি চালু করার জন্য আন্দোলন করছে আইএনপিটি। তাই, দলের তরফে ত্রিপুরায় এনআরসি দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, প্রকৃত ভারতীয় যাঁরা এনআরসি-তে যুক্ত হবেন। অন্যদের নাম ভারতীয় তালিকা থেকে বাদ হবেন। তাঁর সাফ কথা, এনআরসি-কে স্বাগত জানাই। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার আগেই সারা দেশে এনআরসি চালু করুক কেন্দ্রীয় সরকার।

তবে, সারা দেশে এনারসি-র বিরোধিতা করেছে সিপিএম। সিপিএম পলিটব্যুরো আজ বিবৃতিতে অসমের উদহারণ দিয়ে বলেছে, এনআরসি-র জন্য অসমে বহু নাগরিক হয়রানির শিকার হয়েছেন। অথচ, অসমে পুনরায় এনআরসি করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সিপিএমের দাবি, আধার এবং ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও এনআরসি-র প্রয়োজনীয়তা নেই। তাতে, অসমের মতই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আগরতলা শহরের পর বিশালগড়ে বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। রাস্তার উপর এই বিবাদের ফলে যানবাহন আটকা পড়ে যায়। উভয় দিকের যান চলাচল দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, যাত্রী পরিবহণ নিয়ে দুই গাড়ির চালকের মধ্যে প্রথমে বিবাদ হয়। তারপর মুহুর্তের মধ্যেই সংঘর্ষের রূপ নেয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক সম্পন্ন,

আজ মারাঠাভূমে নতুন সরকার গঠনের ঘোষণা হতে পারে

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে এবার হয়তো ধীরে ধীরে সমস্ত জটিলতা কাটতে চলেছে। মারাঠাভূমে নতুন সরকার (শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকার) গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সম্ভবত শুক্রবারই হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। কে সি বেণুগোপাল এদিন জানিয়েছেন, আমি মনে করি, শুক্রবার মুম্বইয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সকালেই ১০ জনপথে বৈঠকে বসে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কে সি বেণুগোপাল, মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, অম্বিকা সোনি, আহমেদ প্যাটেল, এ কে অ্যান্টনি প্রমুখ কংগ্রেস নেতা। কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষে কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে। সম্ভবত শুক্রবার মুম্বইয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছেন, আগামী দিনে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেই সম্পর্কেই কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত একাডেমিতে গণ-টুকাটুকি, রিপোর্ট তলব শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। রাজধানীর বনেদীস্কুল উমাকান্ত অ্যাকাডেমীতে ছাত্রশিক্ষক মিলে গণ টুকাটুকি খবর বের হওয়ার পর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা উমাকান্ত স্কুলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে সকল বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার উপর দুই দিনের মধ্যে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে শিক্ষা মন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেন। খবরের কাগজে স্কুল বিষয়ক সংবাদ দেখে খোদ মন্ত্রী এবিষয়ে খোঁজ খবর নিতে স্কুলে ছুটে গেছেন রাজ্যের ইতিহাসে এ প্রথম ঘটনা। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের নেতৃত্বে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে যে প্রয়াস নিয়েছেন মন্ত্রীর এভূমিকা তাতে এক অন্যান্য নজীর গড়ল। এদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আশ্রিত ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে নতুন শর্ত দিলেন নেতারা, ফের জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। দিল্লি গিয়েও কোন ফায়দা হয়নি। তাই, মিজোরামে ব্রূ শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে এবার নতুন শর্ত তুলে ধরেছেন তাঁদের নেতৃবৃন্দ। ডাম্পা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত অঞ্চল ফিরিয়ে দিলে এবং তিনটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীন বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা হলে তবেই তারা মিজোরামে ফিরে যেতে রাজি, জানালেন ব্রূ শরণার্থী সংগঠন এমবিডিপিএফ সাধারণ সম্পাদক ব্রোনো মসাহ। তাঁর সাফ কথা, মিজোরাম সরকার তাঁদের কোন আবেদনে সম্মত হয়নি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, ওই দুইটি দাবি পূরণের আশ্বাস মিললে তবেই ব্রূ শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে যাবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, মিজোরাম কিংবা ত্রিপুরা

হোক, তাঁদের জীবনজীবিকা সুনিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। ফলে, এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারই সিদ্ধান্ত নিক। তাঁরা কোন আপত্তি করবেন না, সাফ জানিয়েছেন তিনি।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এমবিডিপিএফ সাধারণ সম্পাদক ব্রোনো মসাহ কেন্দ্র ও মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে এক ডজন অভিযোগ তুলে ধরেন। বিশেষ করে মিজোরাম সরকারের অনীহার কারণেই ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রূ শরণার্থীরা স্বভূমে ফিরে যেতে পারছেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ১৯৯৭ সালের পর থেকে ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রূ শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে একাধিক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, প্রতিবারই মিজোরাম সরকার তাঁদের কোন দাবি মানতে প্রস্তুত ছিল না। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক দাবি আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মিজোরাম সরকার মানবে তাতেও আমরা আপত্তি করিনি। তিনি বলেন, আমাদের অনেক দাবি বাদ দিয়েই দিল্লিতে ব্রূ শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে বসলেন দুই ভাই

কলম্বো, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার সাংবিধানিক ইতিহাসে নতুন ঘটনা। এই প্রথমবার দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে বসলেন দুই ভাই। বৃহস্পতিবার দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহিন্দ্রা রাজাপক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। এদিন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রী মহিন্দ্রা রাজাপক্ষে সম্পর্কে দুই ভাই। এর ফলে শ্রীলঙ্কায় প্রথমবার রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী দুই ভাই ক্ষমতার সিংহাসনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা করণিকের কাজকর্মে অতিষ্ঠ স্বহায়ক দলের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। মহিলা করণিকের কাজকর্মে অতিষ্ঠ নাগরিক সহ স্বহায়ক দলের কর্মীরা। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের এক মহিলা প্রাত্যাহিক কাজকর্মের কথা তোলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। জোট আমলে অনিয়মিত কর্মী হিসাবে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে কাজে যোগ দেয় রাখি সরকার নামে ওই মহিলা। যদিও সেই সময় তিনি অবিবাহিত ছিলেন। একই অফিসে কাজের সুবাদে এই অফিসেরই অপর এক অনিয়মিত কর্মী যুবকের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। বাম আমলে দুজনই নিয়মিত হয়ে

অমরপুর

যান। দুজনের মাসিক আয়ও বেশ।

তারপরেও টাকা ছাড়া কোন কাজই করেন না তিনি। মাসের শেষে বড় মাপের মাস মাইনে পেলেও উপরি কামাই চাই ই। বেআইনি হলেও আপত্তি নেই। উনি যে টেবিলের দায়িত্বে রয়েছেন, সেই টেবিল হয়েই পিআরসি, জন্ম ও মৃত্য শংসাপত্র প্রদান হয়ে থাকে। যদি কেউ ওই সমস্ত শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেন, তাহলে রাখী ম্যাম এর কপাল খুলে গেছে। রাখী দেবির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ যে নগদ মং ছাড়া কোন শংসাপত্র দেয়না। কেউ নগর পঞ্চায়েত থেকে সংসাপত্র পাওয়ার জন্য দক্ষিণা না দিয়ে কয়েকজোড়া চপ্পল খোয়াতে হত বলে অভিযোগ ছিল তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজারে আগুন, সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন খাদ্যমন্ত্রী, দিলেন সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সবজির বাজারে আগুন। পেঁয়াজের ছেকায় গৃহস্থের হাত পুড়ছে নিত্যদিন। তাই, পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আগরতলায় বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। বাজার ঘুরে তাঁর ছানাবড়া হয়ে গেছে। তিনি এদিন টের পেয়েছেন দ্রব্যমূল্য ও সবজির মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের নজরদারি বজায় থাকলেও একাংশের ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য আদায় করছেন। তাতে আজ তিনি অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানান, রাজধানীর লেইকচৌমুহনি বাজারে ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে জিনিস বিক্রি করছেন না। ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

গোটা দেশ জুড়েই পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের বাজারও তাতে ব্যতিক্রম নয়। পেঁয়াজের ব্যবসায়ী কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে অধিক মূল্য আদায় করে চলেছেন। মনোজ কান্তি দেব। তিনি নিজে আজ রাজধানীর লেইক চৌমুহনি

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে সফর খাদ্যমন্ত্রীর। ছবি নিজস্ব।

পাশাপাশি, সবজি সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্ষেত্রেও একাংশের এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী বাজার পরিদর্শন করে, এসব বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী জানান, মহারাজগঞ্জ বাজারের সঙ্গে লেইক চৌমুহনি বাজারে সবজি, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, কফি সহ অন্যান্য সবজির মূল্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে নিচ্ছেন লেইক চৌমুহনি বাজারের ব্যবসায়ীরা। শুধু তাই নয়, লেইক চৌমুহনি বাজারের একাংশের ব্যবসায়ীর দাড়িপাল্লা ও বাটখারায় গড়মিল রয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, মহারাজগঞ্জ বাজারে কাঁচা লঙ্কা প্রতি কিলো ৪০ টাকা। অথচ লেইক চৌমুহনি বাজারে ৮০-১০০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। কফি মহারাজগঞ্জ বাজারে প্রতি কেজি ৪০-৪৫ টাকা। কিন্তু, লেইক চৌমুহনি বাজারে কফি কেজি প্রতি ৭০-৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এই কার্যকলাপে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৪৫ ◻ ২২ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ৫ অগ্রহায়ণ ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জমি কেলেংকারী

বাম আমলে জমি কেলেংকারীর তথ্যও প্রকাশ্যে আসিয়াছে। সহযোগী কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে বাম আমলে চাঞ্চল্যকর জমি কেলেংকারীর সঙ্গে যুক্ত সরকারী কর্মচারী এবং বাম সরকারের একাধিক জনপ্রতিনিধির রাতের ঘুম উবিয়া গিয়াছে। গত সাতই নভেম্বর রাজ্য সরকারের যুগ্ম সচিব সার্কুলার জারী করিয়া দিয়াছেন সংশ্লিষ্ট কেলেংকারীতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সরকারী জমি এবং বন দপ্তরের জমি রাজ্য সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত ছাড়া তৎকালীন শাসক দলের কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে জোত জমিতে রূপান্তরিত করিয়া নিয়াছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নজরে আসার পরই তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরই তদন্ত হয়। তদন্তের পর পাওয়া রিপোর্টে দেখা গিয়াছে, ৩৯৯ জন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করিয়া ১৫৩৩ কানি সরকারী জমির মালিলকানা দেওয়া হইয়াছে। ঊনকোটি ও দক্ষিণ জেলাতেই জমি কেলেংকারীর তথ্য এখন পর্যন্ত উঠিয়া আসায় কেলেংকারীতে জড়িতদের বুকে কম্পন শুরু হইয়াছে।

ত্রিপুরা সরকারী জমি বাম আমলে বেসরকারী মালিকানাধীন সংস্থাকে লীজের নামে দান করিয়াছে এমন ভুরি ভুরি ঘটনা আছে। রাজ্যের সরকারী জমি বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া হয়। কিন্তু বাম আমলে সংগীত গ্রামের নামে যাদু গ্রামের নামে এমন অকাতরে জমি দিয়াছেন রাজ্য সরকার। অথচ এইসব জমি প্রাপকরা প্রতিশ্রুতি মতো কোনও উদ্যোগই নেন নাই। সরকারী জমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম নীতি না মানিয়া সরকারের পছন্দের লোককে দেওয়ার অনেক নজীর আছে। সরকারী জমির দানচ্ছত্র করার ক্ষেত্রে রাজ্যবাসীর স্বার্থকেই তো বড় করিয়া দেখা উচিত। রাজ্যে বহু সংস্থা আছে যাহাদের কাজকর্ম রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু, সেক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ সংস্থাকে লোভনীয় জমি দান কি সরকারের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে না? বিজেপির নতুন সরকার ক্ষমতায় বসিয়াই ঘোষণা দিয়াছেন বেআইনী ভাবে কোনও বিশেষ সংস্থাকে লোভনীয় জমি পাওয়াইয়া দেওয়ার ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। কিন্তু, না, বাম আমলের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সুবিধাভোগীরা রাতারাতি গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। এইভাবেই বাম আমলের বহু বেআইনী সুবিধাভোগীরা গেরুয়া আমলেও বহাল তবিয়তে আছেন। রাজ্যের মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছে কিভাবে দুর্নীতিবাজরা নিজেদেরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়িয়া তুলিয়াছে। বাম আমলে যাহারা সিপিএমকে ভোটে জিতাইতে অনেক ওভারটাইম খাটিয়াছে, বাম আমলে দুই হাতে লুটিয়াছে তাহাদেরই দেখা গেরুয়া আমলেও সমান সুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করিয়া চলিয়াছে। জমি কেলেংকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মুখ চিনিয়া মুগের ডালের মতো যাহাতে না হয় রাজ্য সরকারকে তাহা নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত। একথা মানিতেই হইবে যে, ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য। প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার এই রাজ্যের আয়নতন। তাহার মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলই আছে পঞ্চাশ ভাগের মতো। সরকারী খাস জমি যদি অকাতরে বিলি বা দান করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে রাজ্যের খাস জমি শূণ্যের কোটায়। অনেক অনেক ভাল কাজে সরকার আর জমি দিতে চাহিবে না। মিজোরাম হইতে আসা রিয়াং শরণার্থীদের রাজ্যেই বসবাস করিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রে চিঠি দিয়াছেন। তাহাদের কোথায় পুণর্বাসন দেওয়া হইবেও সেই পরিস্থিতিতে সরকারী জমি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সরকারী জমি কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দান করার মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। জমি সংক্রান্ত কেলেংকারী শুধু ঊনকোটি বা দক্ষিণ জেলাতেই নহে। সারা রাজ্যেই তাহার হদিশ মিলিবে। এই শহর আগরতলার উত্তরে তো পেটোয়াদের জমি দেওয়া হইয়াছে সমস্ত নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করিয়া। বাম আমলের জমি কেলেংকারীর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হউক। যেসব জমি কোনও সংগঠন, ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্লাটফর্মে নোংরা শৌচাগার, করুন অর্তিতেও অসহযোগিতার অভিযোগ রাজবাঁধ স্টেশানের রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ২২ নভেম্বর(হি.স.): প্লাটফর্মের শৌচাগার নোংরা অস্বাস্থ্যকর। রেলকর্মীদের শৌচাগার ব্যাবহারের করুন অর্তি জানিয়েও অসহযোগিতা অভিযোগ। বুধবার আসানসোল শাখার রাজবাঁধ স্টেশানে এমনই অমানবিক ঘটনার শিকার হয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে ভাইরাল করল দুই ছাত্রী। রেলের চুড়ান্ত গাফিলাতিতে নিন্দার ঝড় উঠল সোশ্যাল সাইটে। বিগত কয়েকবছর ধরে দেশজুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জোর তৎপরতা সরকারের। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থায় বড় বড় হরফে বাপুজীর চশমার সঙ্গে স্বচ্ছ ভারতে লগো লাগানো স্টিকারে ছয়লাপ। অন্যদিকে তখন রাজবাঁধ রেলস্টেশানের মহিলাদের শৌচাগারের অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর ছবি চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমান করল। শুধু তাই নয়। কর্মরত রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে অমানবিক ব্যাবহারেরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার ছবি সোশ্যালসাইটে ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠল। ঘটনায় জানা গেছে, রাজবাঁধ বেসরকারী কলেজের দুই ছাত্রী অন্যান্য দিনের মতো বুধবার বাড়ি ফিরছিল। রাজবাঁধ স্টেশনে শারীরিক অসুস্থতার কারনে শৌচাগারে যাওয়া তাদের আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাদেরই একজন ছাত্রী জানান,’ শৌচাগার নোংরা অস্বাস্থ্যকর। পরিস্কার সেভাবে হয় না। বিষয়টি স্টেশন ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানাতে যাই। কিন্তু সহযোগিতা দুর অস্ত উল্টে কয়েকজন কর্মী দুর্ব্যাবহার করে।’

ওই দুই ছাত্রী আরও জানান,’ পাশেই আর একটি শৌচাগার ছিল। সেটাও ব্যাবহার করতে বাধা দেয় রেলকর্মীরা।’ ঘটনার পর অসহায় ওই দুই ছাত্রী অমানবিকতার প্রতিবাদে ভিডিও তুলে সোশ্যাল সাইটে পোষ্ট করে। আর তাতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। প্রশ্ন ওঠে। কাঁকসা ব্লক তৃণমূলকর্মী স্বপ্না বৈদ্য জানান,’ খুব বেদনাদায়ক। মহিলাদের শারিরিক অসুস্থতা হতেই পারে। যে কারনে বাথরুমে যাওয়া তাদের অত্যন্ত জরুরী হয়। কিন্তু কেন তাদের প্লাটফর্মের অন্য বাথরুম ব্যাবহার করতে দেওয়া হল না? কেনই বা প্ল্যাটফর্মের শৌচাগার নোংরা অস্বাস্থ্যকর ছিল? তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ দুর্গাপুরের মহিলা বিজেপিকর্মী কবি মন্ডল জানান, ’ এধরনের ঘটনা অনুচিত। প্লাটফর্মের শৌচাগার কেন পরিস্কার ছিল না? কেন বিকল্প শৌচাগার ব্যাবহার করতে দেওয়া হল না? তার ঘটনার তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।’ যদিও এবিষয় আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশন কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

জমি বিবাদের জের, দরঙে ছোটভাইয়ের হাতে খুন দাদা, ফেরার অভিযুক্ত

দরং (অসম), ২১ নভেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার খারুপেটিয়ায় ছোটভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন দাদা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বড় ভাইয়ের খুনি ছোট ভাই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, খারুপেটিয়ার বাহাবাড়ি গ্রামে নৃশংস এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় ভাই সুলেমান আলির সঙ্গে ছোট ভাই শহিদুলের প্রায়ই ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট চলত। আজকের আগেও শহিদুল তার দাদার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। গ্রামের সালিশি সভায় কখনও কখনও বিবাদের মিটমাট হত। কিন্তু গতরাত থেকে ফের জমি সংক্রান্ত ঝামেলার সৃষ্টি হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে। আজ সকালে তার পরিণতি ঘটে খুনোখুনির মাধ্যমে। লাঠি দিয়ে উপর্যুপরি ঘা বসিয়ে দাদা সুলেমানকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রটি জানিয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে বাহাবাড়ি গ্রামে যায় পুলিশের দল। কিন্তু তাদের পৌঁছার আগেই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে খুনের অভিযুক্ত শহিদুল। ঘটনা সম্পর্কে নিহতের স্ত্রীর দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পলাতক শহিদুলকে পাকড়াও করতে জাল পাতা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

বাগদাদিকে মারা হলেও আই এস নিশ্চিহ্ন হয়নি

পবিত্র রায়

আবুবকর আল বাগদাদির মৃত্যু হয়েছে বলে পুনরায় খবর হয়েছে। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজে বিবৃত দিয়ে খবরটি জানানোয় শুরুত্বটা একটু ভিন্ন মাত্রাতেই দেখতে হচ্ছে। পূর্বে যতবারই এইমত খবর রটেছে ততবারই পরিবর্তীতে ভুল খবর বলে প্রতিভাত হয়েছে। বাগদাদি নিজে অডিও রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিয়ে বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে তিনি মরেননি। এবারের মৃত্যুসংবাদ খুব সম্ভবত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মার্কিনিরা বলেছে যে তারা বাগদাদির ডিএনএ পরীক্ষা করার পর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। জানা যায়, ডিএনএ টেস্ট করা হতে পারে বলে আগেভাগে বাগদাদির একটি অন্তর্বাস চুরি করিয়ে এনে রেখেছিল মার্কিনিরা।

কে এই বাগদাদি? কিছু মানুষের মতে আবুবকর আল বাগদাদি তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম হল ‘ইব্রাহিম আওয়াদ আল বদরি’। আবার অন্য এক অংশের মতে আবুবকর আল বাগদাদি নামটা আসল। তাদের মতে, ১৯৭১ সালে ইরাকের সামারায় এক গোঁড়া সুন্নি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। খুবই মেধাবী ছিলেন এই বাগদাদি। পিএইচডি, পর্যন্ত করেছেন। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকি পড়েন বাগদাদি। একটা সূত্র বলে, ২০০৩ সালে মার্কিনিরা যখন ইরাকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, তখন বাগদাদের কোনও এক মসজিদের ইমাম ছিলেন এই আবুবকর আল বাগদাদি। এরপর এক সময় তাকে জেলে যেতে হয়। আর জেলে গিয়েই তাঁর জীবনে পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন তিনি জেলখানায় আল কায়েদার সাহচর্য পান। কেউ কেউ আবার বলেন, সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলেই উগ্রপন্থী মতবাদে পুষ্ট হয় তার মস্তিস্ক। জীবনে প্রথম ২০১০ সালে ‘দয়েশ’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। পরিবর্তীতে এই ‘দয়েশ’ সংগঠনই ‘ইসলামিক স্টেট’ বা আইএস নামে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র সাবেক এজেন্ট ‘এডোয়ার্ড স্নোডেন’ ২০১৪ সালেই বলেছিলেন, আবুবকর আল বাগদাদির আসল নাম ‘সাইমন এলিয়ট’। জন্মসূত্রে সে একজন ইজরায়েলি নাগরিক। সাইমন ইজরায়েলের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একজন এজেন্ট। তাঁর পিতাও একই পেশায় যুক্ত ছিলেন।

আগে থেকেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখানো আইএস জঙ্গিগোষ্ঠী প্রথম বিশ্বের নজর কাড়ে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে। বিভিন্ন ব্যক্তি বলতে শুরু করেন যে সিরিয়ার বাশার আল আসাদের বিরোধী বিদ্রোহীগণ আল কায়দার আদর্শে অনুপ্রাণিত তথা আল কায়েদা থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। তখন রাশিয়া কিন্তু আসাদের পক্ষ নিয়ে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে এবং বলে যে এখন থেকে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ না করলে অচিরেই সিরিয়া আল কায়েদার ডেরায় পরিণত হবে। ওই সময় আমেরিকার বিপরীত মেরুতে থাকা সিরিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য প্রথমদিকে আমেরিকা কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। উল্টে বিদ্রোহীরা যাতে শক্তিশালী হয়,তার জন্য পারোক্ষে কাজ করে গিয়েছে। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পরাজয় ও ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর ইরাকে সৃষ্টি হয় এক রাজনৈতিক শূন্যতার। সাদ্দামকে সরানো ও মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হলবটে, তবে তার শূন্যস্থানের কী ব্যবস্থা হবে, সেটা চিন্তা করা হল না। মার্কিনিদের হাতে বন্দি হল আবুবকর আল বাগদাদি ও বহু কট্টরপন্থী মানুষ। আর জেলখানাতেই তৈরি হয়ে যায় ভবিষ্যৎ ইরাকের রূপরেখা।

জেল থেকে বেরিয়ে এই আবুবকর আল বাগদাদি ও বেশ কিছু কট্টরপন্থী মিলে তৈরি করেন আইএসআইএল (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড লেভান্ত)। আমেরিকা কি অস্বীকার করতে পারে যে তাদের পরোক্ষ কার্যকারণের জন্যই এই জঙ্গি সংগঠনের জন্ম হয়েছে? ইরাকে সাদ্দামের শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা করে সাদ্দামকে গতিচ্যুত করলে বিশ্ব কাঁপানো চরম মৌলবাদী উগ্রপন্থী আইএসের উত্থান হত না, একথা হলফ করেই বলা যায়।

আল বাগদাদির নেতৃত্বে আইএস ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ’ এলাকা কব্জা করে এক খিলাফত গঠন করে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে এই বাগদাদি ঘোষণা করেন ফিলাফত এলাকার সমস্ত অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। বলা হয় অমুসলিমরা ধর্মান্তকরণ করে ইসলাম গ্রহণ না করলে গুলি করে মারা হবে। এই জঙ্গি ফতোয়ার ফলে ২০ জুলাই ২০১৪ তারিখে মসুল শহরের প্রায় প্রতিটি সমজিদে ভিড় জমান সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। একদিনেই প্রাণভয়ে ভীত প্রায় পনেরো হাজার মানুষ ধর্ম বদল করে। মসুল শহরকে একপ্রকার খ্রিস্টানশূন্য করা হয়। এরপরই সামান্য যতজন খ্রিস্টান ছিলেন তাঁদের ওপর আরও একটি ফতোয়া জারি করে আইএস। সেখানে খ্রিস্টানদের বিশেষ কর বা জিজিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আগস্ট, ২০১৪-র একটি খবর পৃথিবীতে তোলপাড় তুলে দিল। কুর্দ এলাকার ইয়েজিদি প্রধান ‘কোচো’ নামক একটি গ্রামে আইএস হামলা চালিয়ে ৮০ জন ইয়েজিদেকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড চালাবার পর ওই গ্রামের নারী ও শিশুদের অপহরণ করে ‘তাল আফর’ শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মান সাংবাদিক যুরগেন টোডেন হোপার দশদিন আইএসের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে এসে বলেন, ‘সব ধর্ম বিনাশের ছক করে ফেলেছে আইএস’।

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানায়, তারা মনে করে আই এস জঙ্গি সংগঠন, আর তালিবানরা সশস্ত্র বিদ্রোহী। একই সময় আইএস জানায়, তারা ওবামার মাথা কেটে আমেরিকাকে মুসলিম প্রধান দেশ বানাবে। আমেরিকার দ্বিচারিতার জবাব এভাবেই দিল আইএস। আইএস শুধু নৃশংসতাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। পুরনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি শেষ করার খেলায় মেতে উঠল। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে একটি সংবাদ পাওয়া গেল যেখানে বলা হল, ‘পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার শহর নিমরুদকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল আইএস। সারা পৃথিবী হতবাক হয়ে পড়ল। এই একই বছরের মে মাসে আল বাগদাদি এক রেডিও বার্তায় জানাল যে সারা বিশ্বের ইসলাম ধর্মালম্বীরা তাঁর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা খিলাফতে এসে বসবাস করতে পারে। এই বার্তায় তিনি আরও বলেন যে, ইসলাম কখনও শান্তির ধর্ম নয়, ইসলাম যুদ্ধের ধর্ম। যারা তাঁর আদেশ মানবেন না, তাঁদের ক্ষমা করা হবে না। এক আইএস জঙ্গির স্ত্রী, যার নাম উম সুমাইয়া আল মুজাহিরা ‘দাবিক’ নামক পত্রিকার নবন সংস্কারণে লিখল, ‘জোর করে যৌন সংসর্গ ধর্ষণ নয়।’ ওবামর স্ত্রী মিশেল একজন যৌনকর্মী’। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘ক্রীতদাস অথবা যৌনকর্মী’। আবারও এক ধ্বংসাত্মক কাজের খবর এল ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। খবরটি ছিল পালমিরা শহরের দু’হাজার বছরের প্রাচীন ‘বেল মন্দির’ উড়িয়ে দিল আইএশ। সমসাময়িক কালটি ছিল আইএসের বিজয় ও গর্বের দিনগুলি। শুধু যুদ্ধে রত না থেকে আইএস সদস্যরা যৌনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার খেলায় মেতে উঠল। তাদের চাহিদা হল একটু কটা রংয়ের নীল চোখের ইয়েজিদি কিশোরী। এইমত সময়ের মধ্যে কিন্তু শরণার্থী স্রোত বেড়ে চলল। গ্রিসে আছড়ে পড়েতে থাকল উদ্বাস্ত স্রোত। এইমত পরিস্থিতির মধ্যেই আইএসকে আক্রমণ করা একটি এসইউ ২৪ যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করে দেয় তুরস্কের ক্ষেপণাস্ত্র। তুরস্কের আইএস প্রীতির জন্য রাশিয়ার বিমান ধ্বংস করেছিল সে দেশের সেনাবাহিনী, এই মর্মে তখন বহুদেশ মতামত দিয়েছিল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিনও সেই সময় আইএস তুর্কি আঁতাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কমলা রঙের পোশাক পরিয়ে দলে দলে মানুষকে বধ্যাভূমিতে নিয়ে যাওয়া ও হত্যা করার দৃশ্য সারা পৃথিবী দেখেছে। সেই হত্যাকরণ থেকে আমাদের দেশও কি মুক্তি পেয়েছে? না, আমরা মুক্তি পাইনি। ২০১৫ সালে ভারত থেকে ইরাকে কাজ করতে যাওয়া ৩৯ জন শ্রমিককে অপহরণ করে আইএস। তাদের কোনভাবেই উদ্ধার করা যায়নি। ২০ মার্চ, ২০১৮-তে তখনকার বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দেন যে আইএস এই অপহৃত ভারতীয়দের হত্যা করেছে।

এইমত হত্যাকরণ সারা পৃথিবীর চুপ করে দেখতে রাজি হন না। ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের বিমান ঝাঁপিয়ে পড়ল সিরিয়ায় আইএসের হেড কোয়ার্টার ও কম্যান্ডার কন্ট্রোল সেন্টারে। এই বিমান হামলায় ১৫০ জনের মতো আইএস জঙ্গি মারা যায়। আল সাফাল শহরের কাছে এতদিন শুধু আইএস কর্তৃক হত্যালীলা আমরা দেখেছি। এবার আইএস জঙ্গিদের ওপর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করা শুরু হল। এর মধ্যেই সিরিয়ার নিউজ এজেন্সি ‘সানা’ এখটা খবর রটাল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি হেলিকপ্টারে করে আইএশ যোদ্ধাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে। এমনও কথা জানায় যে আগে নাকি আইএস জঙ্গিদের ইজরায়েলের হাসপাতালে চিকিৎসা হতে দেখা গিয়েছে। এইমত খবরের সপক্ষে অবশ্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। তবে এইমত সংবাদ রটনা সিরিয়া করতে পারে, সেটা বিশ্বাস করা যেতে পারে। কারণ রাশিয়ার হয়ে বিশ্বমঞ্চে আমেরিকাকে হেয় করার সুযোগ সিরিয়া হাতছাড়া করবে না, এটা ধরা যেতেই পারে। তবে একদিকে ন্যাটো গোষ্ঠীর হামলা আইএসের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলল। একটার পর একটা শহর মুক্ত করে চলল আমেরিকা। আইএস জঙ্গিরা এবার সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করল । না তাতেও কাজ হল না। মনে রাখা দরকার, সিরিয়ার আই এসের বিরুদ্ধে আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্স যখন পুরোদামে যুদ্ধে নামর প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে, তখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান সেই যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পশ্চিমিদের সঙ্গে দৌতা চালাতে শুরু করেন। কারণ এই এরদোগান হলেন একজন কট্টর মুসলিম তথা আইএসের প্রতি সহানুভূতিশীল। আইএস দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে বন্ধুর পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে ইয়োজিদিরা তুরস্ক সীমান্তে জড়ো হলেও তুরস্কে জীবন বাঁচাতে আশ্রয়ের জন্য ঢোকার চেষ্টা করলে তুরস্ক সীমান্ত সিল করে দেয় ও ইয়েজিদিদের ওপর গুলি চালায় তুর্কি প্রশাসন।

আবুবকর আল বাগাদাদিও সিরিয়ার বিষয়ে অনেকটাই ফিরে দেখা হল। এবার বর্তমান অবস্থায় একাবর ওই যুদ্ধপীড়িত দেশটির দিকে চোখ বোলানো যেতে পারে। এ বছরের জুলাই মাসে ‘দ্য সরিয়িাস নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস’ জানায় রাশিয়ান বিমানবাহিনীর ও সিরিয়ার সেনার হামলায় সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহী অধিকৃত ইদলিব ও হামা প্রদেশ তথা বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটিতে বিগত দু’মাসে ১৩০ শিশুসহ ৫৪৪ জন নিহত ও ২১১৭ জন আহত হয়েছে। ওই সময়ের রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্তত তিন লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে তুরস্কের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সিরিয়ার প্রতি দশজন মানুষের মধ্যে আটজন অতি দরিদ্রতায় বুগছেন, যাদের দৈনিক আয় ৩.১০ মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় ২২১ টাকা। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেদিকেই আসাদ, সবাই যেন তার আজ্ঞাধীন। একটি পরিবারকে সাত বছর আত্মগোপন করে রাখতে হয়েছিল। অন্তরীণ অবস্থা থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ওই পরিবারের ২০ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৯ সালে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ও এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া। ইরাক ও সিরিয়ার বিশ্বত্রাস আবুবকর আল বাগদাদিকে নিকেশ করেছে বলে সারা বিশ্বকে জানিয়েছে আমেরিকা। সত্য মিথ্যা যাই হোক, মেনে নিলাম বাগদাদি আজ সত্যই মৃত। তাতেই কি ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শ শেষ হয়ে যাবে? তেমনটা মনে কার বোধহয় বাতুলতা মাত্র। ইসলামিক স্টেটের দর্শন মূলত ওয়াহাববাদের ওপর নির্ভরশীল যে মতবাদের উৎপত্তি আবার সৌদি আরবে। মনে রাখা দরকার, আইএস শুধুমাত্র বিধর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। যত বিধর্মীকে তারা হত্যা করেছে তার চেয়ে বেশি হত্যা করেছে স্বজাতির লোকজনকে। উৎখাত পর্বটা বেশি চলছে স্বজাতির ওপর। মুখে এরা মুসলিম স্বার্থ দেখার কথা বললেও মুসলিমদের ওপর অত্যাচারেও কম ছিল না। এইমত মতাদর্শের কারণে ইরাক ও সিরিয়া নামক দুটি দেশকেই এরা পাঠিয়ে দিয়েছে মধ্যযুগে। আমেরিকা কি এইমত ধ্বংসযজ্ঞের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত না কলে এইমত বাহিনীর সৃষ্টি হত না, ধ্বংসযজ্ঞও চলত না। সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে ইরাকে সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু তেমনভাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপিত হয়নি। সাদ্দামকে সমঝে দেওয়া ও মুসলিমদের উপর ৯/১১-র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমেরিকা পৃথিবীর সামনে এক বড় হুমকী ডেকে এনেছে, একথা বলাই যায়। বাগদাদির মৃত্যু হলেও আইএস ও তাদের মতাদর্শের কিন্তু মৃত্যু হয়নি। এরপর হয়ত অনির্দিষ্টকাল আমাদের ভিন্নরূপে হত্যা ও ধ্বংস দেখে যেতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভোগব্যয় হ্রাসের তথ্য চাপাতে তথ্য হত্যা

ড. দেবনারায়ণ সরকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ প্রেসিডেন্ট ও ওই দেশের অন্যতম জনক জেমস মেডিসন বলেছিলেন, ‘স্বাধীনতার অপব্যবহারের মাধ্যমে শুধু স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা হয় না, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমেও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা হয়ে থাকে’ (’Liberty may be endengered by the abuse of liberty,byt also by the abuse of power’)। স্বাধীনতার পরে ১৯৫০ সালে সরকারিস্তরে স্বাধীনভাবে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এনএসএসও) প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রকাশ করে আসছে। গত ৬৯ বছরের মধ্যে কখনও কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক জাতীয় সমীক্ষা দফতরের (এনএসএসও) রিপোর্ট খারিজ করে দেয়নি। একমাত্র মোদির আমলে এটাই ঘটল এবং এবারেই প্রথম ঘটল। এনএসএসও’র পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় সার্ভে (হাউসহোল্ড কনজাম্পসন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে) হয়েছিল ২০১৭-র জুলাই থেকে ২০১৮-র জুন পর্যন্ত (এনএসএসও’র ৭৬ তম সার্ভে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম বাতিল করে দিল। এবং আগে মোদি সরকারই ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের এনএসএসও’র বেকারত্বের সার্ভে রিপোর্ট (৪৫ বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্ব) প্রায় বছরখানেক আটকে রেখেছিল। ২০১৯ -এর নির্বাচনের পরে ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্বের রিপোর্ট মোদি সরকার প্রকাশ্যে আনে। কিন্তু এবারে একমাত্র মোদি সরকারই তার ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি পরিসংখ্যানের স্বাধীনতাকে তথ্য ভারতে রাইট টু ইনফরমেশনের স্বাধীনতাকে একেবারে গলা টিপে হত্যা করল।

প্রশ্ন হল কেন স্বাধীন ভারতে একমাত্র মোদি সরকারই গত ৬৯ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের পারিবারিক ভোগব্যায়ের সার্ভে রিপোর্ট খারিজ করে সরকারি পরিসংখ্যানের স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করল? কারণ, এই রিপোর্টটি ভারতের আমজনতার নুন, চিন, তেল মশলা থেকে শুরু করে জামকাপড়, বাড়িভাড়া, এমনকী পড়াশোনার খরচও মোদ আমলে অতীতের চেয়ে যথেষ্ট কমেছে এবং দারিদ্র্যতা যে আরও বেড়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রমাশ করছে। তাই সত্যকে গলা টিপে হত্যা করল মোদি সরকার।

গত ১৫ নভেম্বর একটি ব্যবসায়িক দৈনিক ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের একটি অপ্রকাশিত রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গড় মাসিক ব্যক্তিগত ভোগব্যয় কমেছে। এর আগে এরকম খরচ কমার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭২-৭৩ সালে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকটের সময়। তার আগে ষাটের দশকে খাদ্য সঙ্কটের সময়। এই রিপোর্টের আরও চরম উদ্বেগের বিষয় হল গ্রামাঞ্চলে ভোগ ব্যয়ের হ্রাস যথেষ্ট কমেছে। অর্থাৎ গ্রামের বেকারত্বের চরিত্র যথেষ্ট ভয়াবহ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনএসএসও’র সমীক্ষাটি বলছে, ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু মাসিক খণচ ২০১১-১২ সালের তুলনায় প্রকৃত হিসাবে (মূল্যবৃদ্ধি গণ্য করার পরেও) গড়ে ৫৫ টাকা কমেছে। গ্রাম ও শহর মিলিয়ে একত্রে হ্রাসের হার ৩.৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে এই ভোগব্যয় কমেছে ৮.৮ শতাংশ শহরাঞ্চলে ২ শতাংশ। গত চার দশকে আমজনতার প্রকৃত ভোগব্যয় হ্রাসের এমন ঘটনা আর ঘটেনি। টাকার অঙ্কে ২০১১-১২ অর্থবছরে গড়ে মাসিক ব্যক্তিগত প্রকৃত ভোগব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫২০ টাকা। সেটা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৫৫ টাকা কমে দাঁড়ায় ১৪৪৬ টাকা। আমজনতার কাছে চরম দুশ্চিন্তার বিষয় হল গত চার দশকের মধ্যে এই প্রথমবার গ্রামঞ্চলে মানুষের বোগব্যয় কমেছে। গ্রামাঞ্চলে ও শহারাঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের উপর খরচ কমেছে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ছাড়া বাকি প্রায় সব ধরনের খাদ্যশস্য কেনা কমিয়েছে গ্রামাঞ্চলের মানুষ। জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পি সি মোহনের মতে মাসিক খরচ কমে যাওয়ার অর্থ, দারিদ্র্য বেড়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

গুজব ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে: শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুজবে কান না দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, গুজব ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,মাঝে মাঝে আমরা দেখি, অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। আমি সবাইকে একটা কথা বলবো, এই অপপ্রচারে কান দেবেন না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন অপপ্রচার বিশেষকরে পেঁয়াজ, লবণ প্রভৃতির সংকটের অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।তিনি বলেন,এটা করবে আমি জানি, এটা স্বাভাবিক। কাজেই সেটাকে মোকাবেলা করেই আমাদের চলতে হবে, আমরা সেভাবেই চলছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপার পাস হলে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন।দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের পেঁয়াজ, লবন এবং চালের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সাম্প্রতিক অপচেষ্টার প্রেক্ষিতে তিনি এসব কথা বলেন।মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে এই সংবর্ধনার আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার মাছ এবং সবজিসহ বিভিন্ন তরিতরকারীর উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এবং এখন জনগণের নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণে বিশেষ মনযোগ দিচ্ছে।তিনি বলেন,আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩০ প্রকারের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করছি। জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে আমরা যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি এবং তা অব্যাহত থাকবে।

শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস আগামী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী শিশু,নাতি-নাতনী এবং স্থানীয় জনগণের কাছে তুলে ধরার আহবান জানান।

তিনি বলেন,আমরা সকল উপজেলাতে মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স তৈরী করে দিচ্ছি। কাজেই সেসব অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের দলিল-দস্তাবেজ আর নষ্ট হবে না এবং আগামী প্রজন্মের শিশুরা যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবে।তিনি আরো বলেন,আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি, আমরা বিজয়ী জাতি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে বাঙালি জাতি কখনো হারতে জানে না। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের আত্মমর্যাদার ধারণা তৈরী হবে এবং তাঁরা মাথা উঁচু করতে চলতে শিখবে।বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন- বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না। কেউ অতীতে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে যে সম্মান অর্জন করেছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার মধ্যদিয়ে তা আবার হারিয়ে ফেলে এবং দেশটি একটি হত্যা,ক্যু, ষড়যন্ত্রের দেশের পরিনত হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে সময় ১৯টি ক্যু সংঘঠিত হয়েছিল এবং সশপ্প বাহিনীর বহু সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হত্যা করা হয়।তিনি বলেন,মুক্তিযুদ্ধেও ইতিহাসকে ধ্বংস করার এবং জাতির পিতার নামকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,কিন্তু ২১ বছর পর সরকার গঠন করে আমরা আবারো মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথাকে ফিরিয়ে এনেছি। আমরা বঙ্গবন্ধুর খুনী এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি।শেখ হাসিনা বলেন, তিনি মনে করেন ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের আকাশ যে রকম কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তা সরিয়ে তাঁর সরকার বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের জনগণকে নতুন করে আলোকিত করেছে।তিনি বলেন, যে সম্মান ১৯৭১ সালে দেশটি অর্জন করেছিল তা ১৯৭৫ সালে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। তবে, আমি এখন এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বের সামনে আবারো সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।একটি মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শকে ধারন করে এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করেই আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় তাঁর লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করেন।

সরকার প্রধান বলেন, বাংলাদেশকে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দাঁড় করিয়েছি এবং আমাদের অঙ্গীকার এই যে, আমরা অবশ্যই জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণেও সক্ষম হব।প্রধানমন্ত্রী বলেন,লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা কখনো বৃথা যেতে পারে না।শেখ হাসিনা এ সময় জাতির সূর্য সন্তান মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনদের জন্য সম্ভব সব কিছু করে যাওয়ায় তাঁর সরকারের সংকল্পেরও পুনরোল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং আর্থসামাজিক সমৃদ্ধিতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। আমরা তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।শেখ হাসিনা বলেন,তাঁর সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।এ প্রসঙ্গে তিনি দেশের সকল জেলা এবং উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার মহান দায়িত্ব সশস্ত্রবাহিনীর ওপর ন্যস্ত।তিনি বলেন,এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও সশস্ত্রবাহিনীর দেশ প্রেমিক সদস্যরা দেশ মাতৃকার নানাকাজ যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাঁদের সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা অব্যাহত রেখেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,এইজন্য আমরা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণ মুখী যেমন-আধুনিকায়ন, ভৌত এবং অবকাঠামোগত প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ,বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় ধন্যবাদ জানান।তিনি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন যে, সশস্ত্রবাহিনী বিপন্ন এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।বক্তৃতার শুরুতে শেখ হাসিনা সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে সশস্ত্রবাহিনীর সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।তিনি বলেন, এইদিনে অকুতোভয় সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা এবং দেশের সাধারণ জনগণ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমন শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,যে কারণে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয় এবং আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সমর্থ হই।এর আগে প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযদ্ধের ৭ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং খেতাব জয়ী সশস্ত্রবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সম্মানীর চেক এবং উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।তিনি অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের হাতে 'বিশিষ্ট সেবা পদক' এবং ৯ জন সেনা সদস্য, দু'জন নৌবাহিনীর সদস্য এবং তিনজন বিমানবাহিনীর সদস্যদের হাতে শান্তিকালিন 'বাহিনী পদক' তুলে দেন।সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের পিএসও লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো.মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষযক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব:) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, নৌ বাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আবু মোজাফফর মহিউদ্দিন মোহাম্মাদ আওরঙ্গজেব চৌধুরী, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।সশস্ত্রবাহিনীর খেতাব জয়ী ১০১ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং ৭ বীরশ্রেষ্ঠ'র নিকটাত্বীয়গণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সড়কে আইন মানার প্রবণতা কম: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।সবার মধ্যে আইন মানার প্রবণতা 'কম' মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, আইন মেনে চললে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

গাড়ির চালক, হেলপার, পথচারীসহ সাধারণ মানুষের দায়িত্ব, করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সচেতন করতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উদ্যোগে চলমান ট্রাফিক সচেতনতা পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী এ কথা বলেন।তিনি বলেন, সড়কে চলাচলের সময় পরিবহন মালিক, শ্রমিক ও পথচারীরা আইন মেনে চললে 'অনেকখানি' সফল হওয়া সম্ভব।আমরা কেউ আইন মানতে চাই না, আইন মেনে চললে সম্মানবোধ হয় এবং সম্মানিত হওয়া যায়। এটা কেউ... ।রাস্তায় চলতে কার কী দায়িত্ব, করণীয়-বর্জনীয় সে বিষয়ে সচেতন করতে ট্রাফিক পক্ষ পালন করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন,আমরা মনে করি আইন যথাযথভাবে মানলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

আইজিপি মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, অনেক কারণে ঢাকা শহরে ট্রাফিক জটিলতা প্রকট আকার ধারণ করছে। এ কাজে ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক এডুকেশন, ট্রাফিক এনভারয়নমেন্ট ও ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টের একটি অংশ পালন করে থাকে।সড়কে কোনো কিছু হলে আমরা ট্রাফিক পুলিশকে দোষারোপ করে থাকি। আমরা যারা রাস্তা ব্যবহার করি, আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের সকলের মধ্যে যেন আইন না মানার সংস্কৃতি কাজ করে।পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেনআইন প্রয়োগের কারণে আমার কোনো অফিসার বদলি হবেন না। তবে আইন প্রয়োগের সময় অবশ্যই তাকে বিনয়ী হতে হবে।আর নাগরিকদের উদ্দেশে আইজিপি বলেন,একটি জাতিকে চেনা যায় তার ট্রাফিক শৃঙ্খলা দেখে। আসুন আমরা ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখি।

সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবিতে পরিবহন শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে পাস হওয়া ওই আইন এ বছর বাস্তবায়ন করার সময় কয়েকটি 'যৌক্তিক জটিলতা' দেখা যায়। সমস্যা সমাধানে বুধবার মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে সকল গাড়ির চালক হালকা লাইসেন্স নিয়ে মিডিয়াম, মিডিয়ামের লাইসেন্স নিয়ে হেভি গাড়ি চালাচ্ছেন, তাদেরকে ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে লাইসেন্স আপডেট করে নেওয়ার জন্য ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান মালিক-শ্রমিকরা এ আইন সংশোধনের জন্য বৈঠকে ৯ দফা দাবি তুলেছিলেন জানিয়ে আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন,বাকিগুলো যুগোপযোগী হিসেবে তারা সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা প্রস্তাব আকারে ৯ দফা দাবি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করব। সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এ বিষয়ে যৌক্তিক ব্যবস্থা নেবেন।মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দূরপাল্লার ট্রাক ও লরি চালকদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরি করা হচ্ছে, কারণ বিশ্রাম ছাড়া গাড়ি চালালে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে।

ট্রাফিক পুলিশ যখন তখন গাড়ি 'রেকারিং' করে অভিযোগ করে এ বিষয়ে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের ভূমিকা নেওয়ার অনুরোধ জানান সড়ক পরিবহন ও বাস মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ।তিনি বলেন, আগামী ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত গাড়ির চালকদের যার যার যে বৈধ লাইসেন্স আছে তা দিয়ে গাড়ি চালাতে পারবেন। তবে এই সময়ের মধ্যে নিজেদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আপডেট করে নিতে হবে। এটাই শেষ সুযোগ, এরপর কোনো আপত্তি চলবে না।সংশ্লিষ্ট সবাইকে সারা দেশে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অনুরোধ জানান এনায়েত উল্লাহ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম বলেন, সড়ক পরিবহন আইনটি করা হয়েছে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য, জরিমানা আদায় করা সরকার বা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য নয়।সড়কে যদি শৃঙ্খলা থাকে তাহলে মামলা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মূল কাজটা হল সড়কে যদি সবাই ট্রাফিক আইনটা মেনে চলেন তাহলে ট্রাফিক পুলিশের মামলা করার কোনো প্রয়োজন নাই।মালিক-শ্রমিকদের আশ্বস্ত করে ডিএমপি কমিশনার বলেন,রাস্তায় যে গাড়িটি অচল হয়েছে সেটি রেকারিং হবে অথবা যে গাড়িটি রাস্তায় ড্রাইভার ছাড়া দীর্ঘ সময় অবস্থান করে যানজটের কারণ হচ্ছে সেই গাড়িটি রেকারিং করা হবে। এর বাইরে কোনো রেকারিং করা হবে না। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানে পরিবহন মালিক-শ্রমিক, চালক, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী, ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক সচেতনতা পক্ষের এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে ডু অর ডাই আন্দোলন চান বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।।দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে এখন 'ডু অর ডাই' আন্দোলন চান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।দেড় বছরেও সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারার জন্য নেতাদের দায় দেওয়ার পাশাপাশি কর্মীদেরও সমালোচনা করেন তিনি।

দুর্নীতির দুই মামলায় দ- নিয়ে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন খালেদা জিয়া। তার মুক্তির দাবিতে জোরাল আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারার জন্য নেতাদের সমালোচনা করে আসছেন গয়েশ্বর।খালেদা জিয়ার ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি আবারও এই প্রসঙ্গ তোলেন।গয়েশ্বর বলেন,কথার ফুলঝুরি দিয়ে তারেক রহমান বা আমাদের নেতৃবৃন্দকে খুশি করার জন্য যদি ব্যস্ত থাকি, প্রকৃত অর্থে খালেদা জিয়ার জেলখানা হবে চিরস্থায়ী এবং তারেক রহমানের দেশান্তর হবে চিরস্থায়ী। সেই কারণেই আজকে আমাদের মূল দায়িত্ব- 'ডু অর ডাই', 'মরি আর বাঁচি'- একটা কিনারা হোক।রাজনৈতিক নেতা খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আইনি পথে ভরসা নেই গয়েশ্বরের।তিনি বলেন,খালেদা জিয়ার মতো একজন একজন আপসহীন নেত্রী জেলখানায় থাকবেন আর আমরা প্যারোল আর জামিন নিয়ে কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি করব কেন?আমরা আন্দোলন করব রাজপথে, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবেন। দেশনেত্রীর মুক্তির জন্য আন্দোলনই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ।দলের ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরে তিনি বলেন,রাস্তায় নামতে পারব না কেন? কী কারণে? খালেদা জিয়া জেলখানায় গেছেন, আমরা ১০/২০/৩০/৫০ হাজার, এক লক্ষ লোক জেলে থাকতাম, খালেদা জিয়াকে আমরা কোন মাপকাঠিতে রাখলাম? উনি যে জেলখানায় গেছেন আমাদের মধ্যে ২/৪ জন ২০/৫০টা, ১০০টা গুলি খাইয়া রাস্তায় মরে যাইনি কেন? জয়ললিতা (ভারতের) একজন মুখ্যমন্ত্রী, তার জেল হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ১৩ জন নাই। তাহলে আমরা?আমাদের মতো নেতা, মন্ত্রী-এমপি, আরও অনেক কিছু হওয়ার পেছনে যার অবদান, তার (খালেদা জিয়া) জন্য কি আমাদের কিছু করার আছে? নাই? যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে যারা ধরেন সিদ্ধান্ত দেওয়ার, আমরা যারা মনে করেন সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না তাহলে আমাদেরকে ঘেরাও করেন না কেন? আমাদের বাড়ি ঘেরাও করেন না কেন?গয়েশ্বর বলেন,আমাদের সামনে বেশি সময় নাই। একটা ইস্যুর মধ্যে সব ইস্যু রয়েছে। সেটা হলো গণতন্ত্রের ইস্যু, খালেদা জিয়ার মুক্তির ইস্যু। এই দুটা ইস্যু যদি ফয়সালা করতে পারি, বাকি ইস্যুগুলো ভবিষ্যতে মিটবে।

সম্মিলিত ছাত্র ফোরাম'র উদ্যোগে সংগঠনটির আহ্বায়ক নাহিদুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, কেন্দ্রীয় নেতা আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, সাবেরা নাজমুল, জাসাসের শাহরিয়ার ইসলাম শায়লা বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তাবিত সম্প্রচার আইন সাংবাদিকদের চাকরির সুরক্ষা দেবে : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।।তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রস্তাবিত 'সম্প্রচার আইন' ব্রডকাস্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও কর্মীদের আইনী সুরক্ষা দেবে।

তিনি বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁয়ে বেঙ্গল মিডিয়া স্টুডিওতে এক সেমিনারে বক্তৃতাকালে বলেন,আসুন আমরা টেলিভিশন শিল্পকে রক্ষার জন্য একসঙ্গে কাজ করি। এই সম্প্রচার আইন পাস হলে আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।বিশ্ব টেলিভিশন দিবস উপলক্ষে ব্রডকাস্ট মিডিয়া সেন্টার (বিজেসি) এবং বেসরকারি চ্যানেল আরটিভি যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে।মন্ত্রী বলেন, সরকার ব্রডকাস্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা এবং তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সেক্টরে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে।হাছান মাহমুদ বলেন, এই শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ও এর হার কমে যাওয়াসহ কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার টিকে থাকার জন্য এখন সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন,এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সাংবাদিকদের কল্যাণের জন্য আমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তবে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ থেকে আমাকে সার্বিক সমর্থন দিতে হবে। সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ, তাদের সুরক্ষা দেয়া আমাদের দায়িত্ব।সম্প্রচার মাধ্যমের ডিজিটালাইজেশন প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন,এই সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনের পর দেশের এই মাধ্যম এবং এর কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পর ইলেক্ট্রেনিক মিডিয়ায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সেক্টরে কোন রকম অনিয়ম দেখা গেলে সরকার ব্যবস্থা নেবে।হাসান মাহমুদ বলেন, বিদেশি চ্যানেলে বাংলাদেশি বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তাছাড়া সম্প্রচারে যাওয়ার তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলোর সিরিয়াল সংরক্ষণ করছে ক্যাবল অপারেটরগণ।

মন্ত্রী বলেন, কতিপয় টিভি চ্যানেল বাংলায় ডাবিংকৃত বিদেশি টিভি সিরিয়াল সম্প্রোচার করছে- যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, এ কারণে ডাবিংকৃত সিরিয়াল সম্প্রচারে সরকারের অনুমোদন নেয়ার জন্য টিভি চ্যানেলগুলোর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় একটি আদেশ জারি করেছে। বিষয়টি দেখার জন্য শিগগিরই একটি প্রাক-প্রচার নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে।তথ্যমন্ত্রী বলেন,আমরা ইতোমধ্যে গণমাধ্যমের কল্যাণে উদ্যোগ নিয়েছি।এই উদ্যোগের ফলে গণমাধ্যমে মোটামুটি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, ইলেক্ট্রোনিক মাধ্যমে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সরকার ইতোমধ্যে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে।

টেলিভিশনকে জাতি গঠনের অন্যতম মাধ্যম অভিহীত করে হাছান মাহমুদ বেসরকারি টিভি মালিকদের প্রতি তরুণ প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিষয় নিয়ে প্রোগাাম তৈরি করার আহ্বান জানান।তিনি বলেন, কারণ তরুণরাই দেশের ভবিষ্যত।তিনি বলেন, সমাজকে বাঁচাতে দেশের আগামী দিনের নেতা শিক্ষার্থীদের মননে মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের প্রবেশ ঘটাতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বিজেসির কোষাধ্যক্ষ মোজাম্মেল বাবু, বিজেসির সভাপতি রেজওয়ানুল হক রাজা ও সিনিয়র সাংবাদিক নইম নিজাম।সেমিনারে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এজেডএম শফিউল আলম ভুইয়া।

বান কি মুন ঢাকায় আসছেন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন আজ শুক্রবার (২২ নভেম্বর) ঢাকায় আসছেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য জানায়।জাতিসংঘের সাবেক এ মহাসচিব শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকায় আসবেন। শনিবার (২৩ নভেম্বর) আর্মি স্টেডিয়ামে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম সমাবর্তনে অংশ নেবেন। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।চলতি বছর ৯ জুলাই গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন বান কি মুন। এছাড়া ২০১১ সালে জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিতেও ঢাকায় এসেছিলেন জাতিসংঘের এই সাবেক মহাসচিব।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

শীতের ভোরে সস্ত্রীক লেক জয় করে গেলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। ফিকে অন্ধকারে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে ঘুম ভাঙছে রবীন্দ্র সরোবরের। শীতের ভোরে লেকে এসে রাজ্যের শাসক পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টার কিছু পরে স্ত্রী সুদেশকে সঙ্গে নিয়ে ক্যালকাটা রোইং ক্লাবের দিক থেকে লেকে ঢোকেন রাজ্যপাল। তাঁকে স্বাগত জানান নিয়মিত প্রাতভ্রমণকারীরা। সবার সঙ্গে কুশাল বিনিময় করেন। বিশেষত মহিলাদের কাছে জনে জনে তাঁর পরিচয় জানতে চান। হাইকোর্ট মনোনীত লেক তদারকি কমিটির সদস্য সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেসে বলেন, ভাল কাজ করতে গেলে এখন যে কারও ওপর অতি সক্রিয় তকমা পড়ে যাবে! সেই সঙ্গে হেসে বলেন, "আগামীবার ভাইফেঁটা দিতে যাব কালীঘাটে।" রাজ্যপালকে ঘিরে ধরে মানুষজন নানায়কথা বলেন, প্রশ্ন করেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন তাঁর এক্তিয়ার কতটা সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। কিন্তু গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জাতীয় সরোবর স্বচ্ছ ভারত অভিযানে কী অবস্থায় আছে, তা দেখতে এসেছেন। এ নিয়েও হয়ত কথা উঠবে!

পরিবেশবিদ তথা লেক লাভার্স ফোরামের সদস্য সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অ্যাপে লেকের তখনকার দূষণের মাত্রা দেখে রাজ্যপালকে বলেন, "স্যর এটা কিন্তু হাঁটার আদর্শ সময় নয়!" রাজ্যপাল কারণ জানতে চাইলে সোমেন্দ্রবাবু বলেন, "সূক্ষ ধূলিকণার পরিমাণ (পার্টিকুলেট ম্যাটার টু পয়েন্ট ফাইভ) প্রতি ঘনমিটার ২৫ মাইক্রোগ্রামের নিচে থাকা উচিত। এখন তা এখানে ১৬০-এর ওপর।" শুনে "ও মাই গড" বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন রাজ্যপাল।

এদিন রাজ্যপাল লেকের বেঞ্চিতে বসে ছয়ের পাতায়

প্রাথমিকের পরীক্ষায় বহিষ্কার কেন অবৈধ নয়: বাংলাদেশের হাই কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি.ঢাকা,নভেম্বর ২১।। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় শিশুদের বহিষ্কার করা কেন অবৈধ হবে না- তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাই কোর্ট।সেই সঙ্গে এবারের পরীক্ষায় বহিষ্কার হওয়া ১৫ শিশুর ক্ষেত্রে পুনরায় পরীক্ষা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাই কোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ রুল জারি করে।গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জারি করা 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নির্দেশনাবলী'র ১১ নম্বর নির্দেশনা (যার আওতায় শিশুদের বহিষ্কার করা হয়েছে) কেন অবৈধ হবে না, তাও জানতে চেয়ে রুল দিয়েছে আদালত।

পিইসি পরীক্ষায় শিশু বহিষ্কার কেন শিরোনামে একটি দৈনিক দেশ রূপান্তর গত ১৯ নভেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।সেই প্রতিবেদন আদালতের নজরে এনে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ এম জামিউল হক। বৃহস্পতিবার শুনানি করে আদালত রুল জারি করে।প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ২ সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।আগামী ১০ ডিসেম্বর আদালত বিষয়টি পরবর্তী আদেশের জন্য রেখেছে বলে জানান আইনজীবী এ এম জামিউল হক।প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত রোববার শুরু হওয়া প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় 'অসাধু পন্থা' অবলম্বন করার অভিযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৫ শিশুকে বহিষ্কার করা হয়েছে।এ বিষয়ে নির্দেশনাও রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। তবে শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষক এমনকি অভিভাবকরা বলছেন, কোমলমতি শিশুদের এ ধরনের বহিষ্কার তাদের ওপর এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। যারা পরীক্ষা কিংবা নকল করার বিষয়টিই এখনো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।কর্তব্যরত শিক্ষকরা আরও সচেতন হলে এ ধরনের বহিষ্কার এড়ানো যেত। শিশুদের বহিষ্কারের বিষয়টি নির্দেশনায় রাখা কতটা যৌক্তিক তা ভাববার বিষয় রয়েছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যেভাবে চালু করবেন জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।

ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

ভেড়া পালনে লাভবান হবেন

ভেড়া ও ছাগল পালনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। তবে ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজ। নিমে আমাদের দেশে ভেড়া পালনকারী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে ভেড়া পালনের সাধারণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হল।

ভেড়ার বাসস্থানঃ প্রত্যেক জীবনের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চালিদা হল একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ভেড়ার রাখার জন্য অধিকাংশই কৃষকেরই ভাল ঘর নেই। তাছাড়া ২০/৩০ টির বেশি ভেড়া আছে এমন খামারিদের ভেড়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিকভাবে পালিত ভেড়া রাখা হয় কৃষকের ঘরের মাচা বা চৌকির নিচে বা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা বেঁধে তারমধ্যে যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ কম। কিন্তুসামান্য খরচ করেই ভেড়া রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাস্থান তৈরি করা যায়। ছাগল বা ভেড়া বাসস্থান তৈরির সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ভেড়ারঅন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট আঁশ জাতীয় খাদ্য, লতাপাতা প্রভৃতি সহজেই সাধারণ শর্করাতে পরিণত করতে পারে। এছাড়া ভেড়া অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় এবং খড় জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভেড়ার চরে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাছাড়া বর্তমান সময়েও আবদ্ধ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন একটি বিরল ঘটনা। গরু, ছাগল এবং পোলট্রি আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা হয় এবং এজন্য তাদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যেহেতু চরে খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রাপ্তি ঘটে না তাই বয়স ভেদে নিম্নোক্ত মিশ্রণের দানাদার প্রতিদিন ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খাওয়ানো যেতে পারে।

বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণে নমুনা ক্রমিক নং খাদ্য উপাদান কেজি বাচ্চা বাড়ন্ত ভেড়া বয়স্ক ভেড়া বয়স্ক ভেড়া চাল গম ভুট্টা ভাংগা ৩০.১৫ বিভিন্ন ধরনের ডালের ক্ষুদ্র ৫ ৩। গমের ভুষি/ চালের কুড়া ২৯.৪৫ ৫০

৪. ডালের ভুষি/ খোসা ৫ ১৫ ১৫

৫। খৈল ২৫ ২০ ২০

৬। প্রোটিন কনসেন্ট্রেট ২৫ ১১ ৭ ডিসিপি

৮। লবণ ১ ১৫ ১৫ ৯। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ০.৫ ০.৫

মোট ১০০ ১০০ ১০০

রোগ বালাই ভেড়ার রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে এন্টরোটক্সিমিয়া আমাশায়, ধনুষ্টংকার, ক্ষুধা, একথাইমা, পিপিআর, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি রোধ হতে পারে। ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় বিষয় হয় নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা। গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, কলিজাকৃমি, ভেড়াকে আক্রমণ করে। প্রতি ২/৩ মাস পরপর ভেড়াকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ভেড়াকে নিয়মিত শেয়ারিং করা বা পশম কাটা হয় না। তাই শরীরে বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবী বাসকরে এবং বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। এজন্য বছরে অন্তত দু'বার ভেড়ার পশম কাটতে হবে এবং স্নান করাতে হবে তাহলে উকুন, আঠালি, টিক ইত্যাদির প্রকোপ কম হবে। নিয়মিত পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ভেড়ার বাচ্চাকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

বেড়ার প্রজনন

অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর মতোই ভেড়ার প্রজনন। ভেড়াকে বলা হয় সিজনাল ব্রিডার যদিও কিছু কিছু ভেড়া সারা বছর ধরে প্রজনন হয়। ভেড়া সাধারণতঃ ৬-৮ মাসে প্রজনন উপযোগী হয় এবং পুরুষ ভেড়া ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। তবে জাত ভেদে এই বয়সের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফিনশিপ জাতের ভেড়ি ৩-৪ মাস বয়সে এবং মেরিনো ভেড়ি কোন কোন সময় ১৮-২০ মাস বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভেড়ার ঋতুচক্র ১৭ দিন পর পর আবর্তিত হয়। গর্ভকাল ৫ মাস। ১০-১২ টি ভেড়ির জন্য একটি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট। ভেড়া পালনের উপযোগীতাপৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেড়া পালন করা হয় প্রধানত মাংস এবং উলের জন্য। আমাদের দেশে কোন উপযোগিতা অনুসরণ করে ভেড়া পালন করা হয় না। সমাজের নিরূপায় কর্মহীন কিছু মানুষ জীবন জীবিকার জন্য ভেড়া পালন করে। তবে বিক্রয় করা হয় মাংসের জন্য। অস্ট্রেলিয়া কানাডা, নিউজিল্যান্ড সহ পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশে মাংসের চেয়ে উল উৎপাদন ভেড়া পালনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভেড়া পালনের সুবিধা

১) ভেড়া ছোট নিরীহ প্রাণী। এদের খাদ্য খরচ কম রাখার জন্য অল্প জায়গা দরকার হয় এবং প্রাথমিক বিনিয়োগ কম বলে শুধুমাত্র বসত বাড়ি আছে এমন কৃষক অনায়াসে ৫-১০ ভেড়া পালন করতে পারেন। যে কোন প্রাণী প্রতিপালনের চেয়ে ভেড়া পালনে উৎপাদন খরচ কম। ২) ভেড়া সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে তাই কেউ যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে একজন লোক সহজেই ১০০-১৫০ ভেড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ৩) ভেড়ার অভিযোজন ক্ষমতা ছাগলের চেয়ে বেশি তাই যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে। ৪) ভেড়া প্রধানতঃ বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতি প্রসবে অনুন্য ২ টি বাচ্চা দেয় এ কারণে কম বয়সে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হ। ৫) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ৬) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ৬) ভেড়া পালন করে থেকে শুধু মাংসই পাওয়া যায় না; ভেড়া থেকে পাওয়া যায় উন্নতমানের গরম কাপড় তৈরির জন্য পশম এবং চামড়া ৭) ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো ও গন্ধহীন এবং মাংসের আঁচ চিকন বলে সহজপ্রাচ্য।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যন্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।' উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, 'একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।'

'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

অর্জুনের প্রথম পক্ষের মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন? খোলসা করলেন অভিনেতার বান্ধবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৮ জুলাই মা হয়েছেন। ছোট্ট ছেলে অরিককে নিয়ে আপাতত বেশ মজায় রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল তথা অর্জুন রামপালের বান্ধবী গ্যাবরিয়েলা ডিমিট্রিয়াডিস। অরিকের জন্মের পর থেকে অর্জুন যেভাবে সব সময় তাঁর পাশে থাকছেন, যত্ন নিচ্ছেন অরিকের, তার জন্য তিনি খুশি বলেও জানান বলিউড অভিনেতার বান্ধবী।গ্যাবরিয়েলা জানান, ছেলে অরিকের সঙ্গে যেমন অর্জুনের সম্পর্ক ভাল, তেমনি অভিনেতার দুই মেয়ে মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গেও তাঁর ছেলের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। মাহিকা এবং মায়রা অরিককে খুব ভালবাসে। পাশাপাশি মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গে অর্জুন একেবারে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। মাহিকা এবং মায়রার সঙ্গে আর্জুনের যেমন সম্পর্ক, অরিক বড় হলে ভবিষ্যতে তার সঙ্গেও বলিউড অভিনেতা একেবারে বন্ধুর মতো মিশবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন গ্যাবিরয়েলা।স্ত্রী মেহর জেসিয়ার সঙ্গে প্রায় ২১ বছরের সম্পর্ক ভেঙে ফেলেন অর্জুন রামপাল। হৃত্বিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খানের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই মেহরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় অর্জুনের। প্রথমে এমন গুঞ্জন শোনা গেলেও পরে জানা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল, ডিজাইনার গ্যাবরিয়েলার সঙ্গে ডেট করছেন অর্জুন রামপাল।

আসছেন না সঞ্জয় দত্ত

মনে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আগেই ছিল। তা না হলে ২০০৯ সালে সমাজবাদী পার্টির টিকিটে লখনউ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কেন? যাই হোক,তখন সাফল্য আসেনি। ১০ বছর পর পরিস্থিতি অনেক পাল্টে যাওয়ায় সেই সঞ্জয় দত্ত নাকি আবার রাজনীতিতে আসছেন। এমনই রটেছিল বাজারে। কিন্তু সেই রটনা উড়িয়ে দিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, রাজনীতিতে আসার কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই।যদিও তাঁর বাবা-দিদি সকলেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন বা আছেন। বোন প্রিয়া দত্তের প্রচারে গিয়ে তিনিও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার। তৈরি হয়েছিল জল্পনা।রাষ্ট্রীয় সমাজ দলের পক্ষে দাবি করা হয়,আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় সমাজ পক্ষ দলে যোগ দিতে চলেছেন মুন্নাভাই। এই খবর ফাঁস করেন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব জানকর। মহারাষ্ট্র বিজেপি"র শরিক দল এই রাষ্ট্রীয় সমাজ পক্ষ (আরএসপি)।

প্রকাশ্যে এল আয়ুষ্মানের "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান"-এর মুক্তির তারিখ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: "ড্রিম গার্ল" ও "বালা", চলতি বছরে অসাধারণ দুটি সিনেমা উপহার দিয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা। আগামী বছরেই মুক্তি পাবে "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান"। এদিন প্রকাশ্যে এসেছে এই সিনেমার মুক্তির তারিখ। সঙ্গে এসেছে এই সিনেমার ফার্স লুক পোস্টার। এই সিনেমার প্রথম পর্বে দেখা গিয়েছিল ভূমির সঙ্গে আয়ুষ্মানের ভালোবাসার সম্পর্ক। এবার এই পর্বে দেখা যাবে আয়ুষ্মানকে সমকামি হিসাবে। সঙ্গে থাকবে তাঁর স্ত্রী ভূমি পেডনেকারে.ব. উপস্থিতিও।সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল মার্চ মাসের ১৩ তারিখ মুক্তি পাবে এই সিনেমা কিন্তু এদিন জানা গিয়েছে আয়ুষ্মানের সিনেমার মুক্তি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মূলত এলাহাবাদের একটি শহরের ঘটনা উঠে আসবে "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান" সিনেমাতে। সেখানকার এক সমকামি ভালোবাসার গল্প উঠে আসবে আয়ুষ্মানের সিনেমাতে। কিছুদিন আগেই আয়ুষ্মান তাঁর এই সিনেমাটি প্রসঙ্গে জানান, "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান এবারে আমরা আরও বেশি পরিশ্রম করব। আপনারা একটু বেশি ভালোবাসা

দেবেন তাহলেই হবে।"কার্যত আয়ুষ্মানের এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে আরও এক বড় চমক দিতে চলেছেন বলাই যায়। আয়ুষ্মান এর আগে এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, "অনেকে আমায় বলেছেন নিজের জনপ্রিয়তা থেকে কাজ শিখুন। এখন আমার মনে হয় বেশি করে গল্প নির্ভর সিনেমাতে অভিনয় করব আমি। তাই স্টারডম নয় সিনেমার চিত্রনাট্যের উপর জোর দিচ্ছি আমি।"

রহস্যজনকভাবে খুন ইমরান হাসমির স্ত্রী

প্রথমে রহস্যজনকভাবে খুন। তারপর আরও রহস্যের মোড়ক জড়িয়ে উধাও হয়ে যায় ইমরান হাসমির স্ত্রীর মৃতদেহ। স্ত্রীর মৃতদেহ কীভাবে মর্গ থেকে উধাও হয়ে যায়, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ইমরান হাসমিকে। কি ঝটকা লাগল তো শুনে?বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। শুক্রবার মুক্তি পায় ঋষি কাপুর, ইমরান হাসমি এবং সবিতা ধুলিপালা অভিনিতি দ্য বডি-র ট্রেলার। সেখানেই ইমরান হাসমির স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে সবিতা ধুলিপালাকে। অন্যদিকে এই সিনেমায় ঋষি কাপুরকে দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ঘটনার তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকায়। যিনি গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে নিজেই অবাক হয়ে যান। কে খুন করল ওই মহিলাকে, পাশাপাশি মর্গ থেকে কীভাবে ওই মহিলার মৃতদেহ হঠাত উধাও হয়ে যায়, তা নিয়ে খোঁজ শুরু করেন ঋষি কাপুর। শেষ পর্যন্ত কী রহস্যের সমাধান করতে পারবেন ঋষি, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কারণ ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে দ্য বডি।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি।

যেমন—

কখন ঘুমাতে যাবো?

কী পরবো?

কী খাবো, এখন না পরে?

স্নান করবো কী করবো না?

ছাতা নেবো কী নেবো না?

কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?

কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?

কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা?

এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়।

বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।

বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?

মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মোটিভেশন ও ডিপ্রেশন পরস্পর বিরোধী।

মোটিভেশন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর হয়েযায়। গবেষণায়, বিষন্নতাকালীন বৈকল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দৈহিক সমস্যা বলা হয়েছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের মেডিয়াল ও ভেন্ট্রাল প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে ধূসর পদার্থ হ্রাস পেলে প্রেরণার উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং হানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিমর্ষ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধূসর পদার্থ হ্রাস পায়।

পরিশেষে, বিষন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্চমাত্রার অ্যাংজাইটি। এই অ্যাংজাইটি সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান অন্তরায়।

ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশন ভাঙতে করণীয় কী? ক্রোনিক ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশনের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। তবে প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠতে এগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

নোটবুকে সঙ্গে রাখুন।

সিদ্ধান্তের পজিটিভ — নেগেটিভ দিকগুলো লিখুন।

ডিপ্রেশনের জন্য কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যায়। চয়েজ অ্যানালাইজিংয়ে এ থেরাপি ফলদায়ক। জটিল সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বুঝে এড়িয়েযান। অথবা কারও পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কাঁধে ভরসা রাখুন। পজিটিভ চিন্তা করুন। নিজেকে পজিটিভ কথা বলুন। কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের কারও জানা নেই। আমরা কেবল সৎভাবে এগিয়ে যেতে পারি। বাকিটা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কারণ, জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। ভালো থাকুন।

যে লক্ষণ গুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাঁটতি রয়েছে

আপনি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান? নাকি জল খেতে আপনার প্রবল অনীহা? কাজের চাপে বেমালুম ভুলে মেরে দেন জল নামক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে দেখা দেয়, হাজারো সমস্যা কারণ, কথাতেই আছে, জলের অপর নাম জীবন। যে যে লক্ষণগুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাটতি হয়েছে কিনা—১) মূত্রের রং ও পরিমাণ— একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে ৬-৭ বার মূত্রত্যাগ হওয়া উচিত। মূত্রত্যাগের পরিমাণ যদি এর কম হয়, তাহলে শরীরে জলের ঘাটতি রয়েছে। সেইসঙ্গে মূত্রের রংও বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের ঘাটতি। মূত্রের রং যদি হলদেটে বা গাঢ় হলুদ হয়, তাহলে অবিলম্বে জল খাওয়া উচিত। ২) শুষ্ক ত্বক— শুকনো খসখসে চামড়া বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের প্রয়োজন। ৩) মাথাযন্ত্রণা ও মাথা ঘোরা— শরীরে জলের অভাব মাথাযন্ত্রণা হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, মাথা নিচু করে কিছু তোলার ক্ষেত্রে মাথা ঘোরে। ৪) জিভ শুকিয়ে যাওয়া— শরীরে জলের অভাবে জিভ শুকিয়ে যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার উমাকান্ত একাডেমি পরিদর্শন করেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ওরা যে অভিযোগ এনেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি, ''যেতে নাহি দিব'-র স্থগিতাদেশে প্রতিক্রিয়া পরিচালকের

কলকাতা,২১ নভেম্বর (হি.স.):বাংলা সিনেমা মানেই যার মহানায়ক উত্তম কুমার ঊ তাই মহানায়ককে নিয়েই তৈরী হয়েছিলো প্রবীর রায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'যেতে নাহি দিব'ঊ কিন্তু কিছুদিন আগে উত্তমকুমারের নাতি গৌরব চক্রবর্তী ছবিটির বিরুদ্ধে আইনি মামলা করেন ঊ আর সেই কারণেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ''যেতে নাহি দিব''-র স্ক্রিনিং ঊ অবশেষে এই নিয়ে মুখ খুললেন ছবির পরিচালক প্রবীর রায় ঊ

এই প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, 'আমার হাতে তো এখনও কিছু আসেনি ঊ ওরা আমাকে উকিলের একটা নোটিশ দিয়েছিল ঊ বলা হচ্ছে আমি নাকি উত্তমকুমারকে কালিমালিপ্ত করছি ঊ কিন্তু আমি নিজে চিরকাল উত্তমকুমারের ভক্ত ঊ আর যে ছবি নিয়ে ওরা কথা বলছে, তা হল এক যুবতির গালে আদর করছেন মহানায়ক ঊ ওটা আসলে সোমা ওনার মেয়ে ঊ ওরা নিজেদের মতো করে মনে করে নিচ্ছে ঊ ওরা ছবিও দেখেনি, স্ক্রিপ্টও শোনেনি কিছুই জানে না। এটা তো মহানায়কের সিরিয়াল নয় ঊ এখানে ওঁনার স্ট্রাগল, বাংলা চলচ্চিত্র জগতে ওঁর অবদানের কথা বলা হয়েছে ঊ কোনও মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে কিছু দেখানো হয়নি ঊ ওরা যে অভিযোগ এনেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি ঊ আমি বলব, আপনারা আগে ছবিটা দেখুন, তারপর বিচার করুন'ঊ

প্রসঙ্গত,আগামী ২২ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিলো 'যেতে নাহি দিব' ঊ কিন্তু উত্তমকুমারের নাতি গৌরব চক্রবর্তী ছবিটির বিরুদ্ধে আইনি মামলার কারণে আগামী ২ ডিসেম্বর অবধি ''যেতে নাহি দিব''-র স্ক্রিনিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত ঊ 'যেতে নাহি দিব' ছবিতে উত্তমকুমারের জীবনের শেষ ৪ বছরকে তুলে ধরা হয়েছেঊ কিন্তু ছবির বিষয়ে অভিনেতা গৌরবের অভিযোগ এতে তাঁর দাদু অর্থাৎ মহানায়কের ভাবমূর্তীকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে ঊ একাধিক মহিলার সঙ্গে মহানায়কের সম্পর্ক, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য খুঁটিনাটিকে কলুসিত করার চেষ্টা করা হয়েছে পরিবারের কোনও অনুমতি ছাড়াই ঊ আর সেই কারণেই আইনি মামলা করেন অভিনতা ঊ আর এরপরেই ''যেতে নাহি দিব''-র স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত ঊ'যেতে নাহি দিব' ছবিতে মহানায়কের চরিত্রে অভিনেতা সুজন মুখোপাধ্যায়ঊ সুজন মুখোপাধ্যায়কে ছাড়াও ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত ও অভিনেতা সুদীপ সরকারঊ

শিবসেনার সঙ্গে জোট কংগ্রেসকে কবরে নিয়ে যাবে, দাবি নিরুপমের

মুম্বই, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে জোট কংগ্রেসকে কবরে নিয়ে যাবে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন সঞ্জয় নিরুপম। বুধবারই মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে শিবসেনাকে সমর্থন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের এমন সিদ্ধান্তে যে মোটেই খুশি নন এদিন নিজের ট্যুইটবার্তায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম।

এদিন নিজের ট্যুইটবার্তায় সঞ্জয় নিরুপম দাবি করেছেন, কয়েক বছর আগে উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ে ভুল করেছিল কংগ্রেস। সেই ভুল সিদ্ধান্তের নেতিবাচক পরিণাম থেকে কংগ্রেস আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবার মহারাষ্ট্রেও সেই ভুলে পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। শিবসেনা সরকারে তিন নম্বর স্থানে থাকা মানে রাজ্যে কবরে চলে যাবে কংগ্রেস। কোনও রকমের চাপের কাছে নতিস্বীকার করা উচিত নয় কংগ্রেস সভানেত্রীর।

বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা দলের বিধায়কদের কাছে শীর্ষ নেতৃত্বের উপর শিবসেনাকে সমর্থন করার বিষয়ে কোনও রকমের চাপ না দেওয়ার আহ্বান করেন। পাশাপাশি তিনি দলের বিধায়কদের বিরোধী বেঞ্চে বসার আহ্বান করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে শিবসেনাকে সমর্থন করার বিষয়ে নিজের সম্মতি প্রকাশ বুধবার করেছিলেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

সূত্রের খবর অনুযায়ী সোমবার এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা শরদ পাওয়ায়ের সঙ্গে বৈঠকেই শিবসেনাকে সমর্থনের বিষয়ে রাজি হন ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। বৈঠকে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, কংগ্রেস, এনসিপির জোটে ন্যূনতম কর্মসূচি কি হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সরকার গড়া নিয়ে আগামীদিনে রণকৌশল কি হবে, তা নিয়ে বৈঠকে বসবেন কংগ্রেস ও এনসিপির নেতারা। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ যে শিবসেনার দখলেই থাকবে বুধবার তা স্পষ্ট করে দেন শিবসেনা নেতা আবদুল সাত্তার। এদিন ২৮৮ আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ১৪৫টি আসন। শিবসেনার ৫৬, এনসিপি ৫৪, কংগ্রেস ৪৪ জন বিধায়ক মিলিয়ে জোটের হাতে রয়েছে ১৫৪ জন বিধায়ক। সরকার বানাতে এই সংখ্যাটা যথেষ্ট।

এদিকে এদিন কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ার জন্য দলের অন্দরেই ১৭জন বিধায়কদের বিদ্রোহের মুখে পড়েছেন উদ্ধব ঠাকরে।

গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত ২, গ্রেফতার ১২

কোচবিহার, ২১ নভেম্বর (হি.স): গরু চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারা হল দু'জনকে। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল গাড়িতে। বৃহস্পতিবার ভোরে এই ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ১ ব্লকের পুটিমারি ফুলেশ্বরী এলাকায়। নিহতদের নাম বাবলু মিয়াঁ (৪৫) ও প্রকাশ দাস (৪৭)। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

জানা গেছে , নিহত দু'জনই মাথাভাঙার বাসিন্দা। এদিন সকালে একটি নম্বর বিহীন গাড়িতে করে দুটি গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবলু ও প্রকাশ। পুটিমারি ফুলেশ্বরী এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবকদের দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তাঁরাই পথ আটকে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। কিন্তু কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বাবলা মিঞা ও প্রকাশ দাস নামে ওই দুই যুবক। অভিযোগ, এরপর গরু দু'টিকে নামিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় গাড়িতে। ওই দু'জনকে বেধড়ক মারধর শুরু করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার তাপুরহাট ফাঁড়ির পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই দু'জনকে উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। বেলার দিকে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় দু'জনের। ইতিমধ্যেই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে তাপুরহাট ফাঁড়ির পুলিশ।

এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে কোচবিহারের এসপি সন্তোষ নিলাম্বকর বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গরু চোর সন্দেহেই মাথাভাঙার বাসিন্দা ওই দুই যুবককে মারধর করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ১২ জনকে। অবিলম্বে গোটা ঘটনাটি পরিস্কার হবে।'

গত কয়েক মাসে গণপিটুনির একাধিক ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। কোথাও সাইকেল চোর বা কোথাও গরু চোর সন্দেহে পেটানো হয়েছে। গত মাসেই হাওড়া সালকিয়ায় ভরদুপুরে এক ব্যক্তিকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছিল। একেবারে শহরাঞ্চলে এই ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের মধ্যেও নাড়াচারা পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় থানার আধিকারিক বদল করতে হয়েছিল হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটকে। এবার কোচবিহারে সেই গনপিটুনির ঘটনা ঘটল।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালতে মায়ানমারের হয়ে সওয়াল করবেন নোবেলজয়ী

হেগ, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মায়ানমারের হয়ে সওয়াল করবেন আং সান সুচি। বুধবার তাঁর ফেসবুক পেজে এমনই জানানো হয়েছে।

নেদারল্যান্ডের হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মায়ানমারের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। চলতি মাসে গাম্বিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে মায়ানমারের বিরুদ্ধ ৪৬ পাতার অভিযোগ দায়ের করে। গাম্বিয়ার তরফে আন্তর্জাতিক আদালতে দাবি করা হয়েছে যে রাখাইল প্রদেশের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ধর্ষণ, সার্বিক ধ্বংস সংগঠিত করেছে মায়ানমার প্রশাসন। এবার সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে একদল শীর্ষ প্রতিনিধিদের নিয়ে হেগে যাচ্ছেন শান্তিতে নোবেল জয়ী আং সান সুচি। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছে মায়ানমারের নামকরা আইনজীবীরা। ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মামলা শুনানি। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে এখনও পর্যন্ত সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়েছে। মায়ানমারের সামরিক বাহিনী কৌশলগত ভাবে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, গণধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন সংগঠিত করেছে। এমনকি রোহিঙ্গাদের বাড়ি, মসজিদ, দোকান, পবিত্র কোরানে অগ্নিসংযোগ করেছে। ১১ নভেম্বর রোহিঙ্গা গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মায়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া মামলা করে। মুসলমান দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি এতে সমর্থন করেছে। মামলায় সমর্থন দেয়ার ঘোষণা দেয় কানাডাও। এ ছাড়া গত সপ্তাহে আর্জেন্টিনার আদালতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মায়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি, সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দি থাকার পর ২০১৫ সালে সরকারি পদে নির্বাচিত হন সুচি।

কিন্তু মূলত সামরিক শাসনে চলতে থাকা মায়ানমারের প্রশাসনে খুব কমই ক্ষমতা রয়েছে সুচির। মনে করা হয়েছিল সুচির রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ অবস্থান নেবেন। কিন্তু তিনি সামরিক প্রশাসনের স্বপক্ষেই সওয়াল করে গিয়েছেন। রোহিঙ্গা গণহত্যার বিষয়টি তিনি বরাবর অস্বীকার করে এসেছে।

মায়ানমারের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাও মিন টুন জানিয়েছেন, সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই সুচিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারকে পুরো সমর্থন করবে সেনা। সরকার যা বলবে সেনাবাহিনী তাই মেনে চলবে। সুকির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির মুখপাত্র মিয়ো নিয়ন্ত জানিয়েছেন, এই মামলার মুখোমুখি হতে হেগে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সুকির নিজের। মানবাধিকার ভঙ্গ নিয়ে সুকি কোনও বক্তব্য রাখেনি বলে তাদের অভিযোগ।

দু কোটি টাকার মাদক উদ্ধার এসটিএফের, গ্রেফতার দুই পাচারকারী

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : ফের বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গ্রেফতার হয়েছে দু'জন।

সম্প্রতি কলকাতার একাধিক স্থানে এসটিএফ বড় মাপের অভিযান চালিয়ে কয়েক কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে। গ্রেফতারও হয়েছে কয়েকজন।এসটিএফ সূত্রে খবর, বুধবার হেস্টিংস থানার অধীন বেকারি রোড অঞ্চলে ফাঁদ পেতে মাদক পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়, প্রায় ১১ কেজি মাদক ট্যাবলেট। যার পোশাকি নাম ইয়াবা। সূত্রের খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া ওই মাদক ট্যাবলেটের মূল্য প্রায় দু''কোটি টাকা। পুলিশ ধৃতদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের চক্রে আরও কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের মাদক পাচারকারী চক্রের ধৃত দুই সদস্য টিংকু শেখ এবং শেখ জামাল হোসেন। দুজনেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

ইফির গোল্ডেন পিকক রেট্রোস্পেকটিভে প্রদর্শিত হবে প্রসেনজিৎ-র 'মনের মানুষ'

কলকাতা,২১ নভেম্বর (হি.স.):গোয়ায় শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (ইফি)-র ঊ এই বছর ৫০ তম বর্ষে পর্দাপন করলো ইফি ঊ আর এই বছর ইফি-র গোল্ডেন পিকক রেট্রোস্পেকটিভে প্রদর্শিত হবে গৌতম হালদার পরিচালিত বাংলা ছবি 'মনের মানুষ ঊ 'মনের মানুষ ছবির গল্প অনিযায়ী ১৯ শতকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় লালন ফকিরের সঙ্গেঊ সেই কুসংস্কারের সময়েও লালন ছিলেন আশার আলোঊ ছবিতে লালন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার আদান-প্রদানই দৃশ্যায়িত হয়েছেঊ ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও পাওলি দামকে ঊ ২৩ নভেম্বর, বিকেল ৫টায় ইফি-তে প্রদর্শিত হবে 'মনের মানুষ'ঊ ইফি শুরু হয়েছে গতকাল অর্থাৎ ২০ নভেম্বর থেকে ইফি চলবে আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ঊ

বড় বিপদ থেকে রক্ষা, অনন্তনাগে জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার সন্দেহজনক বস্তু

শ্রীনগর, ২১ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় জাতীয় সড়কের উপর থেকে সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ বৃহস্পতিবার সকালে অনন্তনাগ জেলার ওয়ানপোহ এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়ঊ সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহজনক ওই বস্তুটি ঘিরে ফেলে সুরক্ষা বাহিনীঊ খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডেঊ জাতীয় সড়কের উপর থেকে যান চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়ঊ

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সন্দেহজনক ওই বস্তুটি ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)ঊ তবে, সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে ওই সন্দেহজনক বস্তুটি সম্পর্কে বিশদে কিছুই জানানো হয়নিঊ পদস্থ একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সন্দেহজনক ওই বস্তুটি সময়মতো নজরে আসায় বড়সড় বিপদ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছেঊ ওই সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হওয়ার পর আশেপাশের এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হয়ঊ

রোজভ্যালির ডিরেক্টর শুভ্রা কুন্ডুর সাউথ সিটির ফ্ল্যাটে ইডির হানা

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স): রোজভ্যালি কর্ণধার গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুন্ডুর সাউথ সিটির ফ্ল্যাটে বৃহস্পতিবার সাত সকালে হানা দিল ইডি। বৃহস্পতিবার সকালে ২৫ জন ইডি আধিকারিক ছ'টি দলে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দেন। এর মধ্যে একটি দল পৌঁছে যায় দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি আবাসনে। সেখানেই থাকেন গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডু। ইডির দাবি রোজভ্যালির অলংকার বিপণি অদ্রিজা জুয়েলারি থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার নেন গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী।

যদিও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েও শুভ্রার দেখা পাননি ইডি আধিকারিকরা। তাঁর বাড়িতে থাকা পরিচারিকা ইডির অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছেন, শুভ্রাদেবী সপ্তাহখানেক আগে শহরের বাইরে গিয়েছেন। তবে কোথায় গিয়েছেন গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী তা অবশ্য জানা যায় নি। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা 'রোজভ্যালি'র নামে বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তোলার দায়ে হাজতবাস করছেন গৌতম কুণ্ডু । অভিযোগ, বাজার থেকে তোলা অর্থ তিনি গয়নার বিপণিতে বিনিয়োগ করেছেন ।

গত জুন মাসে ইডি আধিকারিকরা বারাসত থেকে বেহালা পর্যন্ত রোজভ্যালির গয়নার বিপণির ১৬টি শোরুমে হানা দিয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর, শুভ্রা কুন্ডুদের অলংকার বিপণির টাকার হিসেবে গড়মিল ধরা পড়েছে। আর রোজভ্যালির ডিরেক্টর হিসেবে এই গয়না বিপণি দেখভাল করতেন শুভ্রা কুন্ডু। সেখানে ১১০ কোটি টাকার হিসেব মিলছে না। ওই বিপুল পরিমাণ টাকার কি হল, তা জানতে চায় ইডি । এছাড়া তার নামে একাধিক প্যান কার্ড রয়েছে । তাই তাঁকে ডেকে জেরা করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। শুধু গয়নার বিপণি নয়, বাগুইআটিতে রোজভ্যালির যে টেলিভিশন চ্যানেলের অফিস ছিল, সেখানেও শুভ্রা ছিলেন অন্যতম মাথা। চ্যানেলের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট দেখতেন তিনি। সে ব্যাপারেও তার থেকে তথ্য জানতে চায় ইডি। মন্দারমণির রোজভ্যালি রিসর্টও ছিল শুভ্রার নামে। এরআগেও রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুন্ডুকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা ইডি তলব করেছিল । একাধিকবার তার বাড়িতে নোটিস দেওয়া হলেও তিনি ইডি দফতরে হাজির হননি। তারপরই আজ বৃহস্পতিবার শুভ্রা কুন্ডুর বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডির আধিকারিকরা ।

ইডির অন্য একটি দল আজ হানা দেয় নিউ টাউনে রোজভ্যালির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী রুপল কবিরাজের বাড়িতেও। তাঁর বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে ইডির কাছে। তাঁকে জেরা করেই হিসেব সংক্রান্ত ব্যাপারের উৎসে পৌঁছতে চাইছেন গোয়েন্দারা।

কয়েক মাস আগে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই সময়েই ডাকা হয়েছিল শুভ্রা কুণ্ডুকে। দু'বার নোটিস পাঠালেও হাজিরা দেননি শুভ্রা কুন্ডু। ২০১৭ সালে শুভ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে এক ইডি অফিসারের বিরুদ্ধে। মনোজ কুমার নামের ওই আধিকারিককে দেখা যায় শুভ্রার সঙ্গে দিল্লির একটি হোটেলে ঢুকতে। তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন রাজীব কুমার। সেই সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে তোড়জোর শুরু করে লালবাজারে। তড়িঘড়ি মনোজ কুমারকে সরিয়ে দিয়েছিল ইডি। ২০১৪

ছয়ের পাতায়

লতা মঙ্গেশকর এখন খুব ভালো আছেন, বিবৃতি পরিবারের

মুম্বই, ২১ নভেম্বর (হি.স.): কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর এখন খুব ভালো আছেনঊ লতা-ভক্তদের বৃহস্পতিবার এই সুসংবাদ দিয়েছে কিংবদন্তি গায়িকার পরিবারঊ সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের ভাইঝি রচনা শাহ বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, 'লতাজি এখন খুব ভালো আছেন, এর থেকে বেশি আমরা মন্তব্য করতে পারি নাঊ আমাদের গোপনীয়তাকে সম্মান করুনঊ' গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ৯০ বছর বয়সি কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরঊ

বৃহস্পতিবার সুরসম্রাজ্ঞীর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, লতা দিদি এখন আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছেনঊ দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময়ের কেরিয়ারে, ৩০,০০০-এরও বেশি গান গেয়েছেন কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরঊ ২০০১ সালে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরঊ

সংবিধান দিবস পালন নিয়ে দ্বৈরথ জমে উঠছে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি. স.): সংবিধান দিবস পালন নিয়ে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের দ্বৈরথ জমে উঠছেঊ আগামী ২৬ নভেম্বর বিধানসভায় আলোচনাসভা করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওই দিন রাজভবনেও সংবিধান দিবস পালিত হবে।

আগামী ২৬ এবং ২৭ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান দিবস। এর আগে একই দিনে রাজ্য সরকারের বিজয়া সম্মিলনী এবং রাজভবনে সেখানকার কর্মীদের বিজয়ার অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এ বার সংবিধান প্রণয়ন দিবসের দু'টি সমান্তরাল অনুষ্ঠান হলে আরও বড় বিতর্ক তৈরি হতে পারে বলে রাজনৈতিক শিবিরের ধারণা।

বৃহস্পতিবার বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, 'সংবিধান দিবস'-এ যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মীরা কুমার। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিধানসভা সচিবালয়। কিন্তু বাঙ্গালুরুতে একটি অন্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি আসতে পারবেন নাঊ এই কারণে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। পাশাপাশি, অপর এক প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজ্য বিধানসভা। বিধানসভার তরফে অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র গিয়েছে সবার কাছেই। এছাড়াও আরও একাধিক সংবিধান-বিশেষজ্ঞ তথা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে রাজ্য বিধানসভার সূত্রে খবর।মঙ্গলবার সরকারের তরফে সংবিধান দিবস পালন নিয়ে ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইট করে জানান, এবং এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য মাসখানেক আগেই ব্যক্তিগত স্তরে মুখ্যমন্ত্রী এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে রাজ্যপালের আমন্ত্রণ গিয়েছে।পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "২৬ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়ণ দিবস। এই উপলক্ষে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে সংবিধানের নানা দিক নিয়ে দু'দিন আলোচনা হবে। রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলকে ওই আলোচনায় অংশ নিতে আবেদন জানানো হবে।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার কথা বিধানসভার অনুষ্ঠানেঊ

ফের রোগী হয়রানির অভিযোগ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : আরও একবার রোগী হয়রানির অভিযোগ উঠলো কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হাসপালের বিরুদ্ধে ঊ ৩০ ঘন্টা খোলা আকাশের নিচে রোগী পরে থাকার অভিযোগ উঠল সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ঊবা পায়ে টিউমার নিয়ে বৃহস্পতিবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দারস্থ হন রোগী সহ রোগীর পরিবার ঊ বীরভূমের বাসিন্দা তাঁরা ঊ বেশ কিছু দিন আগেই পায়ে টিউমার নিয়ে দক্ষিণ ভারতের এক বেসরকারি হাসতালে ছেলের চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান রোগীর পরিবার ঊ সেখান থেকে বলা হয় টিউমার ক্যান্সারে পরিনত হয়েছে ঊ সেই চিকিৎসার অনেক খরচ ঊ ভিন রাজ্যে চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বসান্ত হয়ে যান রোগীর পরিবার ঊ এরপরে তারা সিদ্ধান্ত নেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করাবেন ঊ সেই মত চিকিৎসা করাতে বুধবার ওই তরুণ কে নিয়ে আসা হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অঙ্কলজি বিভাগে ঊ অঙ্কলজি বিভাগ থেকে তাঁদের বলা হয় জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে ঊ জরুরি বিভাগ থেকে বলা হয় বৃহস্পতিবার সকালে আউটডোরে দেখানোর কথা ঊ সারারাত বিনা চিকিৎসায় খোলা আকাশের নিচে পরে থাকে ওই তরুণ ঊ এরপর রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয় বৃহস্পতিবার আউটডোরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে সেখান থেকে বলা হয় 'বেসরকারি হাসপাতালের দায় আমরা নেবো না,পরে আসুন'ঊ এরপরেই কান্নায় ভেঙে পরে রোগীর পরিবার ঊ অবশেষে বৃহস্পতিবার বিকেলে ভর্তি নেওয়া হয় ওই তরুণকে ঊ এই বিষয়ে হাসপাতালের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি

প্যাঙ্গোলিন সহ বনদফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল পাঁচ পাচারকারী

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : প্যাঙ্গোলিন পাচারের পথে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বনদফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল পাঁচ পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি প্যাঙ্গোলিন। আন্তর্জাতিক বাজারে যার দাম প্রায় ছ'লক্ষ টাকা। ভুটান থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচার হচ্ছিল প্যাঙ্গোলিনটি।

বুধবার টাস্কফোর্সের প্রধান সঞ্জয় দত্তর কাছে খবর আসে পাচারকারীদের একটি দল ৬ লক্ষ টাকায় একটি প্যাঙ্গোলিন বিক্রি করবে। ভুটান থেকে নাগরাকাটা হয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সেখান থেকেই প্যাঙ্গোলিনটিকে বাংলাদেশে পাচার করা হবে। এরপরএই নাগরাকাটায় অপেক্ষা করে ওই নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়িটিকে আটক করে বনদফতর। সঞ্জয় দত্ত বলেন, নাগরাকাটাতে ভুটানের নম্বরের ওই গাড়িতেই বিস্কুটের পেটিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্যাঙ্গোলিনটি। পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, ৬ লক্ষ টাকায় বাংলাদেশে পাচারের কথা ছিল প্রাণীটিকে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। বন দফতরের গাড়িতে থাকা প্যাঙ্গোলিনটিকে দেখতে জলপাইগুড়ি আদালতে উপচে পড়ে ভিড়।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু, ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের পথ অবরোধ

বাঁকুড়া, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় - ওন্দায়। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক পারাপার করার সময় বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়ার দিকে আসা একটি মাল বোঝাই লরিতে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় স্থানীয় গগড়া গ্রামের কিশোর গিরিধারী মাল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্র থেকে জানা যায় যে স্থানীয় গগড়া গ্রামের বাসিন্দা গিরিধারী মাল নামের ওই কিশোর যখন রাস্তা পারাপার করছিল তখন দ্রুতগতিতে বিষ্ণুপুরের দিক থেকে

ছয়ের পাতায়

পূর্ত দফতরের নকশা অনুযায়ী নয়া টালা ব্রীজের মডেল বানাল কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ২১ নভেম্বর(হি.স.):টালা ব্রীজের নয়া মডেল বানাল কলকাতা পুরসভা। ব্রীজের নকশা বানিয়েছে পূর্ত দফতর। সেই নকশা অনুযায়ী ব্রীজের মডেল তৈরি করেছে পুরসভা। আপাতত ব্রীজের নকশাটি রাখা আছে পুরসভার সদর দফতরে। এই নয়া নকশার ব্রীজের নীচ থেকে কিভাবে যাবে জলের পাইপ লাইন। এছারাও এই ব্রীজের নীচ দিয়েই গেছে রেল লাইন। তাই নতুন ব্রীজের নকশায় যাতে সেই রেল লাইনে কোনও রকম সমস্যা না হয় তা খতিয়ে দেখতে বৈঠক হবে কলকাতা পুরসভায়। মূলত প্রস্তাবিত নতুন তালা ব্রিজ তৈরীর ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে যেমন ব্রিজের নিচে চক্ররেল লাইন বরাবর রয়েছে বস্তি অঞ্চল এবং সবথেকে অসুবিধা যেটি সেটি হল এশিয়ার বৃহত্তম ওভারহেডরিজার্ভার কালার ট্যাগ থেকে পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাবিত নতুন ব্রিজের তলা দিয়ে কিভাবে পাইপলাইন গুলি নিয়ে যাওয়া। আজ তারই একটি প্রাথমিক মডেল তৈরি করে পুরো কমিশনার খলিল আহমেদ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যেই টালা ব্রীজ ভাঙার সুপারিশ দিয়েছে নবান্ন। জলের পাইপলাইন ও রেলের নকশার একটি ব্লু প্রিন্টের উপর রেখে দেখা হবে নয়া নকশার সাথে সেই লাইনের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা। এই বিষয়ে পুরকর্তৃপক্ষ বৈঠকে নকসা অনুমোদন পেলে তা পাঠান হবে রাইটসের কাছে। রাইটস ও রাজ্যের যৌথ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরেই নকশা অনুযায়ী পূর্ত দফতর তৈরি করবে এই নয়া টালা ব্রীজ।

পূর্ত দফতর সূত্রে খবর, টালা ব্রিজ ভাঙলে আশপাশের বাড়ি বা অন্যান্য কাঠামোর ক্ষতি হবে কিনা তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকাও খতিয়ে দেখেছে পূর্ত দফতর। টালা ব্রিজ ও সংলগ্ন এলাকায় মাটিরতলায় রেল লাইন, জলের পাইপ লাইন, বৈদ্যুতিক কেবল ইত্যাদি রয়েছে। নতুন সেতু নির্মাণ করতে হলে সেগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। টালা ব্রিজ ও সংলগ্ন এলাকার ভূগর্ভের ১২০০ বর্গ মিটার এলাকা ম্যাপিং করেছে পূর্ত দফতর।

১৯৬২ সালে তৈরির সময় এই ব্রীজের যা বহন ক্ষমতা ছিল কালের নিয়মে তা ক্রমশ কমেছেঊ আগের তুলনায় ব্রীজের উপর গাড়ির সংখ্যাও বেড়েছেঊ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়েছে টালা ব্রীজে বাস চলাচল । ছোট গাড়ি এবং ছোট পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের উপর ছাড় দেওয়া হলেও তিন টনের বেশি ভারী গাড়ি চলবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফেঊ

অভিমানে মিনাখাঁর মালঞ্চ বিদ্যাধরী সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই বোনের

বসিরহাট, ২১ নভেম্বর(হি,স) : ভালোবাসার কথা জানাজানি হওয়ায় বাড়িতে বকুনির মুখে পড়তে হয় দুই বোনকে। মায়ের বকুনিতে অভিমানে সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে দুই বোন। প্রত্যক্ষদর্শীদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যায় তারা। ঘটনাটি ঘটেছে মিনাখা মালঞ্চ সেতুতে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ বিদ্যাধরী সেতুর উপর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে সাবানা ইয়াসমিন ও লাভলি খাতুন নামে দুই বোন। ঝাঁপ দেওয়ার পর স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে নৌকা নিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন। নৌকা নিয়ে তড়িঘড়ি বিদ্যাধরীর মাঝ নদী থেকে জল থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। দুই বোনকেই নদী থেকে উদ্ধার করে আনা হয় মিনাখাঁ প্রাথমিক হাসপাতালে। প্রাথমিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেও এদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সেখান থেকে।

আহত লাভলি খাতুন বামুনপুকুর হুমায়ুন কবীর মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ও সাবানা ইয়াসমিন জয়গ্রাম জানকি নাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী। প্রতিবেশি সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই বোন প্রেমের সম্পর্ক জড়িয়ে পেড়েছিলো বেশ কিছুদিন। সেই কথা জানতে পারে বাড়ির লোকেরা। এ বিষয়ে জানতে পেরে মা আজ সকালে মেয়েদের বকাবকি ও মারধোর করায় সেই অভিমানে তারা আত্মহত্যার চেস্টা করে।

জরুরী পরিষেবা

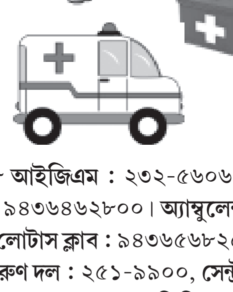

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৩০ ঘণ্টা পরে হাসপাতালে জায়গা পেল ক্যানসার আক্রান্ত

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স): অবশেষে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন ক্যানসার আক্রান্ত কিশোর শুকদেব মাল। ৩০ ঘণ্টা পর ভর্তি নিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। গত ৩০ ঘণ্টা খোলা আকাশের নীচে পড়েছিলেন যন্ত্রণায় কাতর ক্যান্সার আক্রান্ত বীরভূমের শুকদেব মাল। বুধবার থেকে তাঁকে ভর্তি নেয়নি হাসপাতাল। বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে হাসপাতালে বেড পেলেন শুকদেব। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়।

উমাকান্ত

● প্রথম পাতার পর

সকল বিষয়ে জানার চেষ্টা করে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন রাজ্যের বনেদী স্কুলে এধরনের কার্যকলাপ ঘটে থাকলে অবশ্যই তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিতে স্কুলে গিয়েছিলেন উমাকান্ত এলামনির সহ সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী। তিনি স্কুলে গিয়ে ঘটনার খোঁজ খবর নেন। তখনই স্কুলে পৌঁছেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা। তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দেন। কিন্তু, ততক্ষণে স্কুলে পৌঁছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তারপরই শিক্ষামন্ত্রী গোটা ঘটনা শোনার পর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

রকমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন মোটরস্ট্যান্ড, বাসস্ট্যান্ডে এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা নিত্যদিন ঘটে চলেছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে।

বাম আমলে কেউ রাখী দেবির বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পায়নি। কেননা, সেইসময় তিনি ছিলে বাম মর্গীয়। রাম আমলে তিনি আবার ১নং রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের সভ্যপদ নিয়ে নিয়েছেন। কার স্পর্ধা তার চুল বাকা করবে? এবার তিনি আবার কমিউনিটি অর্গানাইজার পদে আছেন। নগর এলাকার স্বহায়ক দলের কাজকর্মের তদারকি তার হাত ধরেই সম্পন্ন হয়। ব্যাস আর কি লাগে? তিনি আবার বেনামে মোদি কেয়ার নামক চেইন মার্কেটিং সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন। অনিয়মিত কর্মীদের কাজকর্মের বিষয়টিও তার তদারকিতে সম্পন্ন হয়। যার কারণে হুমকি ধমকি দিয়ে প্রত্যেক বেনিফিসারি থেকে তিন, চার হাজার টাকা দাবি করেন তিনি।

যারা তার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মঞ্জুর হয়নি। পাশাপাশি স্বসহায়ক দলগুলিকে মাশরুম চাষ করার নাম করে ৪৫০০ টাকা করে আদায় করে নিয়েছেন তিনি তার বদলে তিনি ১০কেজি স্পন দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আজ ৪-৫ মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও কোনোরকম স্পন দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এনিয়ে স্বহায়ক দলের সদস্য এবং অনিয়মিত কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সঠিক বিচারের আশায় ওই বঞ্চিত সদস্যরা গত সোমবার নগর চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হয় তারা। সভাও হয়। এখন দেখার চেয়ারম্যান কি পদক্ষেপ নেয় ওই সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে।

দেশের

● প্রথম পাতার পর

বসলেন। এদিন তিনি ৯ নতুন রাজ্যপালকেও তিনি শপথ বাক্য পাঠ করান। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে এদিন সকালে নিজের ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি কাছে পাঠানোর পর রাষ্ট্রপতি পক্ষ থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে গোতাবায়া রাজাপক্ষে নির্বাচিত হন।

ইডির হানা

পাচের পাতার পর

সালে রোজভ্যালি কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সেবার তিনি সন্ধেবেলা বোরখা পরে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে গিয়েছিলেন। তাঁকে টানা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করেছিল তদন্তকারী অফিসারেরা । কিন্তু এদিন তাঁর দেখাই পেলেন না গোয়েন্দারা।

ইতিমধ্যেই রোজভ্যালি কাণ্ডে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি । ১৭ হাজার ৫২০ কোটি টাকা প্রতারণা মামলার চার্জশিট জমা পড়েছে বিশেষ সিবিআই আদালতে । চার্জশিটে নাম রয়েছে গৌতম কুণ্ডুর । এছাড়া রয়েছে রোজ ভ্যালি হোটেল, এন্টারটেনমেন্টের নামও । যাদের বিরুদ্ধে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগও রয়েছে ।

পথ অবরোধ

পাচের পাতার পর

আসছিল একটি মালবোঝাই লরি, কিশোরের পোশাকের হুক আটকে যায় লরিতে এবং ওই অবস্থাতেই কিশোরকে বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে যায় লরিটি। এরপর সে মাটিতে পড়ে যায় এবং চাকার নিচে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই কিশোরের। এরপর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। তাদের অভিযোগ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রয়েছে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, প্রতিদিন দূর দূরান্তের বহূ রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে অথচ এখানে কোনো স্পিডব্রেকার নেই। পাশাপাশি গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ এর কোন ব্যবস্থা রাখা নেই ফলে প্রায়ই এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধ থাকার পর ওন্দা থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। ঘাতক লরিটি কে আটক করেছে পুলিশ।

রাজ্যপাল

তিনের পাতার পর

খোসমেজাজে সমবেতদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেন। ছবি তোলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিক মধুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ব্যাঙ্কার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন বনপাল শচিকান্ত চক্রবর্তী, স্বপ্না ঘোষ‘ প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁরা কেউ কেউ ছটপুছোয় লেকের জলদূষণ নিয়ে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রশাসনিক শিথিলতার অভিযোগ তোলেন। রাজ্যপাল বলেন, হ্যাঁ আমি সব জানি। সমবেতরা রাজ্যপালকে বলেন সব মিলিয়ে ১০ হাজার মর্নিং ওয়াকার আসেন লেকে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ প্রবীন। রাজ্যপাল সহাস্যে বলেন, প্রবীন বলতে কী বোঝেন আপনারা? সোমেন্দ্রবাবু বলেন, “৬০ হলে প্রবীন। ৮০ হলে অতি প্রবীন।“ রাজ্যপাল বলেন, “জানেন আমার ৬০ হওয়ার অনেক আগেই আদালত সিনিয়র লয়্যার করে দিয়েছিল!“ সোমেন্দ্রবাবু বলেন, “সেটা তো আপনার প্রজ্ঞা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসাবে!“ লেক কালীবাড়িতে মা-য়ের নিয়মিত সেবক বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান পুরোহিত নদেরচাঁদ চক্রবর্তী এঁরাও ছিলেন সমবেতদের মধ্যে। তাঁরা লেক-সফর শেষে রাজ্যপাল দম্পতিকে নিয়ে যান কালীবাড়িতে। সেখানে শঙ্খধ্বণি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। মন্ত্রোচ্চারণ করে অঞ্জলি দেন তাঁরা। সব মিলিয়ে প্রায় সওয়া এক ঘন্টা লেক এবং কালীবাড়িতে কাটিয়ে চলে যান রাজ্যপাল দম্পতি। এ যেন ‘ভিনি ভিসি ভিদি’। কথাটা সিজারের। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ সালে চার ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে প্রায় বিনা বাধায় পন্টুস রাজ্য দখলের পর রোমের সিনেটকে ওই তিন শব্দে জয়ের খবর জানিয়েছিলেন জুলিয়াস সিজার। আজ রাজ্যপালের লেকজয় যেন তারই পুনরুক্তিএলাম, দেখলাম, জয় করলাম।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

অযথা প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। সাথে সিপিএম যোগ করেছে, সারা দেশে এনআরসি হলে অসমের মতই গোটা দেশবাসী হয়রানির শিকার হবেন।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কনভেনার পীযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অসমে এনআরসি চালু হয়েছিল। বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। উল্টে বুমেরাং হয়ে গেছে। কারণ, অসমে হিন্দুদের উপরেই আঘাত এসেছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, অসমে এনআরসি-র জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। এর জবাব দিক বিজেপি, তারপর নতুন করে এনআরসি নিয়ে ভাবা উচিত কেন্দ্রের, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

জটিলতা

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, প্রত্যাবর্তনে যে পরিস্থিতি নজরে এসেছে তাতে মিজোরামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ডাম্পা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত এলাকায় কোন বাঘের অস্তিত্ব নেই। অথচ, ওই এলাকা আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দাবি, ওই এলাকায় এক সময় রিয়াং জনজাতিদের বসবাস ছিল। আজ তিনি বলেন, ওই ডাম্পা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত এলাকা ব্রু শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি, ডোনার, উপজাতি কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু মন্ত্রকের অধীনে স্থায়ী উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করতে হবে। তবেই, ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে যাবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে ব্রু শরণার্থীদের যে প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত ওই দুইটি দাবি মানতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, আমরা শিবিরের জীবন যাপন করতে চাই না। তাই, ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানের অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁর কথায়, আমরা মিজোরামে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু, সবকিছু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে। তাঁর বক্তব্য, মিজোরাম কিংবা ত্রিপুরা হোক, স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা যেখানেই করবে কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কোন আপত্তি থাকবে না আমাদের।

তাতে স্পষ্ট, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হলে তাঁরা এখানেই থেকে যাবেন। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার ৪০০-৫০০ পরিবারকে এই রাজ্যে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা দিতে চাইছে। এমনই চিঠি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে ব্রু শরণার্থীদের নিয়ে সমস্যার সহসা সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীমন্তপুরে

● প্রথম পাতার পর

অরুন ভর্মা জানিয়েছেন, ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন কালাপানিয়া গ্রামের বাসিন্দা আলী হুসেন(২০) নামে পরিচয় দিয়েছে। সাথে ওই যুবক আরো জানিয়েছে, তার গ্রামেরই মনির হুসেন তাকে ওই টাকা দিয়ে রবীন্দ্র নগরের এক ব্যক্তির কাছে পৌছে দিতে বলেছে। অরুন ভর্মা জানিয়েছেন, ধৃত যুবককে টাকা সহ কাস্টমস-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, একই এলাকায় সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৫০ টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট এবং গাঁজা উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন অরুন ভর্মা।

সতর্কবার্তা

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করা হবে। তাঁর সাফ কথা, নিয়ন্ত্রণভাবে বাজার পরিচালিত হতে দেওয়া যাবে না। বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

একটি ক্লাবের সদস্যের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির পাশাপাশি সরকারের ভালো মন্দ দিকগুলি পারদর্শিতার সঙ্গে নির্ভয়ে জনগণের কাছে তুলে ধরাই সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে হেডলাইনস ত্রিপুরা আয়োজিত শারদ সম্মান ২০১৯ পুরস্কার প্রদান ও হেডলাইনস ত্রিপুরার অষ্টম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, দুর্গাপূজায় ক্লাবগুলির সৃজনশীল কাজকর্মকে উৎসাহিত করার জন্য এই সম্মান প্রদান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলির গুণগত মানোন্নয়ন করতে হবে। রাজ্যে শিল্প, মানবসম্পদ, পরিকাঠামো উন্নয়ন হলেই চলবে এমন নয়। বৈদ্যতিন, মুদ্রণ এবং সামাজিক মাধ্যমগুলির ভূমিকাও সমাজ জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, পর্যটন রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। ত্রিপুরার আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান সরকার। কারণ এই পর্যটন ক্ষেত্রের মাধ্যমেই খুব দ্রত রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলির মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। চা শিল্পের উন্নয়ন চাইছে বর্তমান রাজ্য সরকার। তাদের সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই চা বাগানগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজমের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর্থিকভাবে উপক’ত হবে চা বাগানগুলির শ্রমিকরাও। ত্রিপুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, সংবাদমাধ্যম সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে এবং ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই পুণ্যভূমি ত্রিপুরা মডেল রাজ্যে পরিণত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতি জনজাতির মিলনস্থল এই ত্রিপুরা। জাতি জনজাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি আরও সুদৃঢ় করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সাহিত্য একাডেমির সচিব কে শ্রীনিবাস রাও বলেন, উত্তর-পূর্বা’লের রাজ্যগুলিতে প্রাক’তিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বৈচিত্র্যময় সংস্ক’তি রয়েছে। তিনি বলেন, সাহিত্য একাডেমি মূলত সাহিত্য সংস্ক’তি চর্চার প্রসারে কাজ করে।

শারদ সম্মান উপলক্ষে এদিন স্বল্প, মাঝারি ও বড় বাজেটের এই তিনটি বিভাগে মোট ৩২টি ক্লাবকে হেডলাইনস ত্রিপুরার পক্ষ থেকে পুরস্ক’ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিবর্গ পুরস্কারগুলি তাদের হাতে তুলে দেন।

শারদ সম্মানের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠানে কোলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত শিল্পী জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপঙ্কর বাগচি ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী সুবর্ণা রহমান মনো’ সাংস্ক’তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

রাম মাধবের

● প্রথম পাতার পর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকবেন। মেবার কুমার জমাতিয়ার কথায়, ১৯৪১, ১৯৫১ এবং ১৯৭১ এ প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে বহু নাগরিক ত্রিপুরায় এসেছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হলে ত্রিপুরায় জনজাতিরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। তাঁর ধারণা, রাজ্যের ত্রিশ শতাংশ জনসংখ্যা থেকে জনজাতিরা কমে কুড়ি শতাংশে পৌঁছাবে। তাঁর মতে, ত্রিপুরা এমনিতেই অতি জনাকীর্ণ। ফলে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে নাগরিকদের এরাজ্যে নাগরিকত্ব দেওয়া হলে ত্রিপুরার ভারসাম্য নষ্ট হবেই। তিনি জানান, সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ হওয়ার আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতি নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৈঠক করবে বলে মনে হচ্ছে।

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আবারও রাম মাধবের কাছে আপত্তি জানিয়েছি। ওই বিল সংসদে পেশ করার আগে রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করা হোক, ওই দাবী রাম মাধবের কাছে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, আইএনপিটিও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধীতা করেছে।

আজ দিনভর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে এই রাজ্যের মানুষের ভাবাবেগ বুঝেছেন রাম মাধব। তাই এদিন সন্ধ্যায় আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্থ করেছেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদানে এ রাজ্যের জনজাতি ও স্থায়ি নাগরিকদের অধিকার খর্ব করা হবে না। এদিন তিনি বলেন, নাগরকিত্ব সংশোধনী বিল খুবই গুরত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ ও পার্সি জাতির নাগরিকদের এদেশে নাগরিকত্ব প্রদানে সংশোধনী বিল সংসদে পেশ হতে চলেছে। তিনি বলেন, এদেশে তাঁদের আতিথেয়তা ভারতের কর্তব্য। দুই হাজার বছরের ওই ঐতিহ্যই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মাধ্যমে বজায় রাখা হবে। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতের জনতত্বে কোনও প্রভাব ফেলবে না। তাঁর দাবি, ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক সৌভ্রাতৃত্বেও ওই বিল কোনও প্রভাব ফেলবে না। প্রত্যেকটি বিষয়ের সুরক্ষা সুনিশ্চিতের মাধ্যমেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনা হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বিষয়টিও মাথায় রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর কথায়, ১৯৭১ এ সমসাময়িক কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর মানুষ এই রাজ্যে এসেছেন। তাঁর দাবি, তাঁদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করার জন্যই ওই বিল আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। একই সাথে জনজাতিদের অধিকারও সুরক্ষিত রাখার জন্য ভেবেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি আশ্বস্থ করেন, এই রাজ্যের জনজাতিদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁর সাফ কথা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শরণার্থীদের এদেশে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে, কিন্তু দেশের বর্তমান নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্তের বিনিময়ে নয়।

এদিকে, ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও রাজ্যবাসীকে আশ্বস্থ করেছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে একজনও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বরং ওই বিল দেশ ও রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

পরিসেবা শিবির

আটের পাতার পর

খোয়াই মহকুমা আইন পরিষেবা কমিটির সদস্য সচিব ইসাকা থন। শিবিরে খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৩৫টি জন্মের শংসাপত্র, ৫২টি বিবাহ নিবন্ধিকরণ শংসাপত্র, ১৬২টি এসটি এবং ২০৫টি পিআরটিসি প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৪ জনর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ২ জন জনজাতি বিদ্যাঙ্গনকে চলন সামগ্রী প্রদান করা হয়।

ঘর-বাড়িতে ফাটল

আটের পাতার পর

চালোয়েম থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে) এবং ভূগর্ভ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ

তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয় চিয়াং মাই প্রদেশেঊ তবে, বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নিঊ ব্যাঙ্ককেও কম্পন অনুভূত হয়ঊ উঁচু বহুতল ও ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও কম্পন টের পেয়েছেনঊ ভূকম্পনের জেরে ঘর-বাড়িতে ফাটল ধরার পাশাপাশি নান প্রদেশের বোর ক্লুইয়া জেলায় বর্ডার পেট্রোল পুলিশ দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলে ফাটল ধরে যায়ঊ সৌভাগ্যবশত কোথাও প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ

টুইটে রাজ্যপাল

আটের পাতার পর

এছাড়াও তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নানা ইস্যুতে তোপ দেখেছেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। বুধবার ডোমকলের তৃণমূল কর্মীরা রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল ‘গো ব্যাক’ দিলে তাও সমর্থন করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। আরও এক কদম এগিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা একের পর এক আক্রমণ শানানোয় রাজ্যপাল এতদিন প্রতিআক্রমণে যাননি। কিন্তু এইদিন সকালে টুইট করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন, তাঁর প্রতি আক্রমণ গণতন্ত্র ও সংবিধানের বিশ্বাসী মানুষের কাছে উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার প্রতি আক্রমণে নেমে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিলেন তিনি সংঘাত থামাতে আগ্রহী নন। বিভিন্ন কারণে বা অকারণে রাজ্য রাজ্যপাল এই সংঘাতে যে দাড়ি পড়বে না তাও আপাতত নিশ্চিত। এতদিন রাজ্যপাল সরকারকে আক্রমণ করলেও মুখ্যমন্ত্রীকে কোনদিনই সরাসরি আক্রমণ করেননি। কিন্তু এবার সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অভিযোগ তুললেন রাজ্যপাল। তাহলে কি এই ঠান্ডা যুদ্ধের মধ্যে যেটুকু সৌজন্যে চলছিল সেটা তো এবার ইতি পড়বে, প্রশ্ন নানা মহলে।

সন্ধের কলকাতায় গোলাপি ইডেন তৈরি ইতিহাসে নাম তুলতে

এখন শুধু প্রহর গোনাটাই বাকি। সে খেলোয়াড় থেকে সিএবি কর্তা মহল থেকে দর্শক থেকে শহরবাসী। সকলেই চেয়ে আছেন শুক্রবারের দিকে। যখন ইডেনে হবে সোনার কয়েন দিয়ে টস। আর তারপর গোলাপি বল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ শুরু করবে তাদের তৃতীয় টেস্টের লড়াই। ভারতের প্রথম গোলাপি বলের ম্যাচ। ভারতের প্রথম রাত দিনের টেস্ট। ফলে শুক্রবারটা যে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ইতিমধ্যেই ২ দলের খেলোয়াড়েরা ইডেনে প্র্যাকটিস করেছেন। গোলাপি বলে প্র্যাকটিস করেছেন।গোলাপি বলের প্রথম টেস্ট ঘিরে ইডেনে উন্মাদনার পারদও দেখার মত। ইডেন সেজে উঠেছে গোলাপি রংয়ে। বাইরে থেকে সন্ধে নামার পর গোটা ইডেন উদ্যান গোলাপি রঙে মাতোয়ারা। প্রতিটি কোণা গোলাপি। ভিতরেও একই অবস্থা। গ্যালারি থেকে স্তম্ভগুলো পর্যন্ত গোলাপি আলোয় মোড়া। সন্ধে নামার পরই এক গোলাপি ইডেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে সকলের। এখানেই শুক্রবার কোলাহল হবে দর্শকদের। অন্ধকার নামলে জ্বলে উঠবে ফ্লাড লাইট। গোলাপি বলে চলবে টেস্ট।সাধারণত ৫ দিনের টেস্ট ঘিরে উন্মাদনা এখন তেমন একটা দেখা যায়না। যদিওবা ছুটির দিনে কিছুটা ভিড় হয় তো বাকি দিনে মোটের ওপর ফাঁকাই যায় মাঠ। ভিড় হয় একদিনের বা টি-২০ ম্যাচে। তাছাড়া আইপিএল তো আছেই। কিন্তু এবার এই ঐতিহাসিক টেস্ট ঘিরে শহর যেন নতুন উন্মাদনায় ফুটছে।ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে টিকিটের হাহাকার। টিকিট নিয়ে কালোবাজারিও শুরু হয়েছে। অনেক মানুষ ইডেনের সামনে ভিড় জমাচ্ছেন, কোনওভাবে একটা টিকিট যদি হাতে পাওয়া যায় সেই আশায়। সব মিলিয়ে কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেট ঘিরে এমন এক উন্মাদনা বহু যুগ পর মানুষের নজর কাড়ল।শের প্রথম চার দিনের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টেস্ট ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের এই আগ্রহ দেখে দারুণ আনন্দ হচ্ছে।”সৌরভের এই মন্তব্যের আগেই সিএবি কর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, অনলাইনে টিকিট বিক্রি হওয়ার পরে যে সামান্য টিকিট উদ্বৃত্ত থাকবে, তা কাউন্টারে তাঁরা পাঠাতে চান না দর্শকদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। না হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।ইনদওর থেকে এ দিনই কলকাতায় এসেছেন ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তবে দলের আগে সকালে মুম্বই থেকে কলকাতা আসেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি ও অজিঙ্ক রাহানে। তবে হোটেলেই ছিলেন তাঁরা। শোনা গিয়েছিল, কোচ রবি শাস্ত্রী বিকেলে পিচ দেখতে ইডেনে আসতে পারেন। কিন্তু গোটা দলই এ দিন বিশ্রাম নিয়েছে হোটেলে। সন্ধ্যায় কলকাতায় আসেন ইশান্ত শর্মা। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতায় আসার কথা রোহিত শর্মার। মহম্মদ শামি ও উমেশ যাদব আসবেন বুধবার সকালে।

টেস্টে বাড়তি পেসার খেলানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ

কাউন্টডাউন শেষ। ইডেনে ক্রিকেটপক্ষের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। বুধবার সকালে বাংলাদেশ প্র্যাকটিসে নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটজ্বর জাঁকিয়ে বসল ময়দানে।ইনদওরে সিরিজের প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ১৩০ রানে হেরেছে মোমিনুল হকের দল। তিন দিনেরও কমে দাঁড়ি পড়েছে টেস্টে। ইডেনে গোলাপি বলে টেস্টের উন্মাদনার মধ্যেও তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে কোথাও থাকছে সংশয়। যে, পাঁচদিন খেলা আদৌ গড়াবে তো!২২ গজে রয়েছে ঘাসের আভা। তবে দিন কয়েক আগেও আউটফিল্ডের সঙ্গে আলাদা করা যাচ্ছিল না পিচকে। বুধবার সকালে অবশ্য উইকেট অতটা সবুজ দেখাল না। ক্রিকেটমহলে একটা মতবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, দ্রুত খেলা শেষ হয়ে যাক, তা একেবারেই চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড ও সিএবি। আর তাই ঘাস যতটা সম্ভব ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। গোলাপি টি-শার্ট পরা কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় অবশ্য আনন্দবাজার ডিজিটালকে বললেন, “রোলার চলছে। রোদের তাপও যথেষ্ট।এই দুই কারণেই উইকেটের ঘাসকে বাদামি দেখাচ্ছে। এ বার খেলা ক’দিন চলবে, তা নির্ভর করছে ক্রিকেটারদের উপর।”মুশকিল হল, বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় জনা পঞ্চাশেক মিডিয়ার সদস্যেরও বিশেষ ভরসা নেই দলের উপর। শাকিব অল হাসান, তামিম ইকবাল নেই। তার প্রভাব অনভিজ্ঞ দলে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নামতে হবে ইডেন গার্ডেন্সে। কিন্তু তার মানে মোটেই প্রতি বলে বাউন্ডারি হাঁকানোর মানসিকতা নয়। বরং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে ঠিকঠাক হোমওয়ার্ক সেরে নামার ভাবনা জোরালো। কিন্তু, তা কতটা সম্ভবপর, দ্বিধা থাকছেই। যা আভাস, তাতে বাড়তি পেসার নিয়ে নামতে পারে বাংলাদেশ। সে ক্ষেত্রে কোপ পড়তে পারে বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের উপর। বাঁ-হাতি মুস্তাফিজুর রহমান ও ডান-হাতি আল-আমিন হোসেন, দুই পেসারের মধ্যে দ্বিতীয়জনকেই দৌড়ে এগিয়ে থাকা দেখাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে যে ইনদওরে বড্ড বেশি চাপ পড়েছে দুই পেসার আবু জায়েদ ও এবাদত হোসেনের উপর। তৃতীয় পেসার সেই কারণেই জরুরি।ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল, চোট পাওয়া মোসাদ্দেক হোসেনের জায়গায় সৌম্য সরকারকে উড়িয়ে আনতে পারে বাংলাদেশ। তা হলে, ওপেনার হিসেবে ইডেনে নামতে পারেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে বুধবার সকাল পর্যন্ত এমন কোনও খবর নেই। সৌম্য এখনও ঘরোয়া ক্রিকেটেই ব্যস্ত। ফলে, ইমরুল কায়েস ও শাদমান ইসলাম, দুই ওপেনারই সম্ভবত শুরু করবেন ইডেনে।পদ্মাপারের মিডিয়ার কাছ থেকে শোনা গেল, ২০১৩ সালে একবার বাংলাদেশে গোলাপি বলে ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ হয়েছিল। তবে সেই দলের কেউ বাংলাদেশের এই দলে নেই। এবং মোমিনুলের দলের কোনও ক্রিকেটারের গোলাপি বলে খেলার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ইনদওরে টেস্ট জলদি শেষ হওয়ার পরই পরিচয় ঘটেছে গোলাপি বলের সঙ্গে।আর ইডেনে এসে তো শুধু বিরাট কোহালির দলকে খেলতে হচ্ছে না। বরং গোলাপি বল নামের একটা থিমকেই সামলাতে হচ্ছে মোমিনুলদের। গ্যালারির উপরে উড়ছে গোলাপি বেলুন। ক্লাবহাউসের সদরদরজায় হাজির গোলাপি ম্যাসকট। ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডেও গোলাপি ছোঁয়া। বাদ নেই গ্যালারিও। গোলাপি রংয়ে সাজানো হচ্ছে স্ট্যান্ডগুলো। ইডেন জুড়ে এমন গোলাপি রংয়ের ছড়াছড়ি যে গোলাপি দুর্গ দেখাচ্ছে ত্রিকেট ব. স্বর্গোদ্যানকে।বাংলাদেশ দল যতই ইনদওরে বিধ্বস্ত হওয়ায় ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে থাক, বহিরঙ্গে প্রকাশ করছে না। কোচ ডোমিনগো মাঠে ঢুকলেন হাত জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গিতে। স্পিন কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি আবার ‘গুডমর্নিং’ বললেন সেদেশের মিডিয়াকে। কুড়ি বছর বয়সি সইফ হোসেনের হাতে লাগার পর বিদেশি ফিজিওর তরফে তা নিয়ে লুকোচুরিও চলল না। মুশফিকুর-মাহমুল্লাহদের উপরে চাপ নেই, এমন নয়। তবু কলকাতায় পা রেখে টাইগারদের অনেক স্বচ্ছন্দ দেখাল। সেই দেশের মিডিয়ার যুক্তি হল, একই জল-বাতাস, একই সংস্কৃতি, একই ভাষা বলেই দল এত ফুরফুরে।খচখচানি একটাই, গোলাপি বলে দিন-রাতের ঐতিহাসিক টেস্টে বাইশ গজেও মোমিনুলদের জন্য কি এতটাই আতিথেয়তা, ভালবাসা আর সৌজন্য মজুত থাকবে!

গোধূলিতে গোলাপি বল নয়, সামি আতঙ্কে ভুগছে বাংলাদেশ দল

ইডেনে ভারত-বাংলাদেশ প্রথম গোলাপি বলের টেস্টের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। শুক্রবার শহরে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে বাংলাদেশের দলের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও হাজির থাকবেন ক্রিকেটের নন্দন কাননে। তবে সব কিছুকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশ দল কিন্তু এই সিরিজে পিছিয়ে রয়েছে ০-১ ব্যবধানে। আর এই ম্যাচে ক্রিকেটেই কিন্তু ফোকাস বজায় রাখতে চাইছেন মনিমুল হকরা। এই পিঙ্ক বলের ম্যাচে প্রথম বারের জন্য মাঠে নামবে ভারত ও বাংলাদেশ। তাই চ্যালেঞ্জটা দুই দলের কাছে সমান। তবে এই ম্যাচ ঘিরে যেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সেই উত্তেজনাকে দলে প্রভাব ফেলতে দিতে চাইছেন না অধিনায়ক মনিমুল সহ দলের কোচ।বৃহস্পতিবার ম্যাচের আগের দিনও কিন্তু কঠোর অনুশীলনেই দেখা গেল বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। ইন্দোরে এর আগে দুদিন অনুশীলন করেছিল বাংলাদেশ দল। একই সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সেও দুদিন পিঙ্ক বলে জমিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি সারলো বাংলাদেশ। গোলাপি বলকে নিজেদের আয়োত্তে করে নিতে কঠিন পরিশ্রমেও দেখা গিয়েছে বাংলাদেশকে। তবে এই মুহূর্তে লাল বল হোক বা গোলাপি, ইডেন গার্ডেন্সে মহম্মদ সামিদের আতঙ্কে ভুগছেন বাংলাদেশ। বিশ্বের সেরা তিন পেসারের বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে মাঠে নামবে টাইগার্সরা। আর তাঁর আগে বাংলা অধিনায়ক মনিমুল বলেন, ভারতের সামি সহ বাকি পেসাররা খুব ভালো। এতে কোনও সন্দেহ নেই। গোলাপি বলের ফোকাসের থেকে ভারতীয় পেসারদের বোলিং সামলানো এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের তিন সেরা পেসারের বিরুদ্ধে আমরা নামছি। তাই ক্রিকেটেই ফোকাস রাখাটা জরুরি।গোলাপি বলে এর আগে কোনও দিন খেলেননি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। তবে এই ম্যাচের আগে একটা অনুশীলন ম্যাচ হলে ভালো হতো বলে দাবি করছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এর পর পিঙ্ক বলে খেলার আগে অনুশীলনি ম্যাচ খেলে নিতে চায়

বাংলাদেশ দল এমনটাই জানিয়েছেন অধিনায়ক মনিমুল। তিনি আরও বলেন, একটি অনুশীলনি ম্যাচ খেললে ভালোই হতো। তবে এখন খেলতে হবে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই পিঙ্ক বলে অনুশীলন করেছি। চ্যালেঞ্জ সব জায়গায় থাকে। তাই আলাদা করে ভাবছি না। ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। ইডেন গার্ডেন্সে অনেক দর্শক আসবে। মাঠ ভরা থাকলে খেলতে সব সময় ভালো লাগে। তাই ভালোই হবে ম্যাচ।পাশাপাশি গোধূলির আলো নিয়েও সেই ভাবে ভাবতে নারাজ মনিমুল। এই মুহূর্তে ভারতের বিরুদ্ধে ভালো ক্রিকেটেই ফোকাস করতে চান তিনি। সব রকমের চাপ উপেক্ষা করে নিজেদের ক্রিকেটে ফোকাস করতে চাইছে বাংলাদেশ দল। শুক্রবার দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ দলে দেখা যেতে পারে পেসার মুস্তাফিজুরকে। দলের কম্বিনেশন এখনও ঠিক না করলেও। বাংলাদেশ দলে বেশ কিছু পরিতবর্তন হতে চলেছে, এমনটাই আভাস দিয়ে রাখলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক।

ওমানের কাছে হার ভারতের

পাঁচ ম্যাচ খেলার পরেও ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখল না ভারত। ইগর স্টিমাচের এই ব্লু-বিগ্রেড মঙ্গলবার মাসকটে ওমানের কাছে ০-১ গোলে হারল। এই হারের সঙ্গেই কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল সুনীলদের জন্য। ঘরের মাঠের পর এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচেও ওমানের বিরুদ্ধে হার হজম করতে হল সুনীলদের। ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়ে হেরেছিল ভারত। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রথম থেকে পিছিয়ে ছিল। যদিও একটির বেশি গোল হজম করতে হয়নি। ম্যাচের প্রথমার্ধে ৩৩ মিনিটের মাথায়, ভারতের দুর্বল ডিফেন্স ভেঙে গুরপ্রীতকে পরাস্ত করে, বল জালে জড়িয়ে ওমানকে এগিয়ে দেন মুহসেন আল ঘাহসানি। ওমানের হয়ে একমাত্র গোলটি তিনিই করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ভারত মরিয়া লড়াই চালাবে, এমনটা মনে করা হলেও তা হয়নি। গুরপ্রীত সিং সাঁধু একাধিক বার দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচালে, ভারতকে আরও গোল হজম করতে হতো। এদিন মাসকটে ম্যাচ হারায়, যোগ্যতা অর্জন পর্বের লড়াইয়ে ই-গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচেও জিততে পারলেন না সুনীলরা।পাঁচটির মধ্যে ৩টিতে ড্র ও ২টি ম্যাচে হেরেছে ভারত। এদিন ভারতকে হারানোয় ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছল ওমান। অন্য দিকে, ৫ ম্যাচ শেষে ভারতের পয়েন্ট ৩। ফলে, গ্রুপ টেবিলে চার নম্বরেই রইল ভারত। ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন রয়েছে আফগানিস্তান।

আইপিএল ভক্তদের জন্য সুখবর, এবার ৯ দলের আইপিএল সম্ভাবনা

পুরনো প্রস্তাব থেকে সরে এসে, ১০-এর বদলে আপাতত ৯ দলের আইপিএল হতে চলেছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত ৯ দলেই আইপিএল হবে বলে জানা যাচ্ছে।এর আগের দুটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য টেন্ডার ডাকা হবে বলে জানা যায়। এবার আইপিএল গর্ভনিং কমিটি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চলেছে। এই মুহূর্তে ১০ দলে আইপিএল করলে লিগের সূচি দীর্ঘায়িত হবে। ১০ দলের লিগের ক্ষেত্রে টুর্নামেন্টে ৯০ এর বেশি ম্যাচ খেলতে হবে। যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচির সঙ্গে আইপিএল সূচির ক্ল্যাস হতে পারে। সেই দিকটা মাথায় রেখেই ৯ দলের আইপিএলে ৭৬ ম্যাচের ভাবনা নিয়েই পরিকল্পনা রয়েছে।অন্যদিকে চলতি বছরে মার্চ মাস থেকে আমেদাবাদের মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ম্যাচ শুরু হতে পারে। তবে এই মাঠে আইপিএল ম্যাচ করলেও এখনও পর্যন্ত এখান থেকে কোনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি উঠে আসার সম্ভবনা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।যেকারণেই দশের বদল আপাতত নয় দলের আইপিএল খেলা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০২০ সালের আইপিএল-এ থেকেই দলের সংখ্যা বাড়তে পারে। আট থেকে বেড়ে ৯ দলের টুর্নামেন্ট হতে পারে।সূত্রের খবর, কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য দরপত্র পেশ হবে। তবে কোন শহর থেকে আইপিএলে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হবে সেটা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।ক্রিকেটে মহলে জোড় গুঞ্জন মোতেরা স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হলে সেই শহর থেকে অনেকেই আইপিএলে দল কেনার জন্য দরপত্র কিনতে ঝুঁকতে পারে।

ভারতে প্রথম দিনরাতের টেস্ট ইডেনে থাকবেন হাসিনা-মমতা

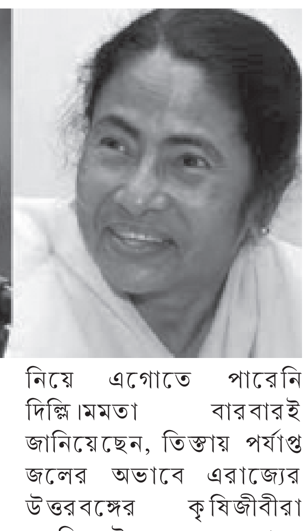

শুক্রবার থেকে কলকাতায় ঐতিহাসিক দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ। মাঠে বসে খেলা দেখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।কলকাতা: শুক্রবার থেকে কলকাতায় ঐতিহাসিক দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ। মাঠে বসে খেলা দেখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দুজনের মধ্যে হবে ঘরোয়া বৈঠক।শুক্রবার শহরটা গোলাপি। গোলাপি বলে ভারতে প্রথম দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ, কলকাতায়। মুখোমুখি ভারত-বাংলাদেশ। গ্যালারিতে বসে এই গোলাপি যুদ্ধ দেখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আবেদনে এবং বিসিসিআইয়ের আমন্ত্রণে, শুক্রবার সন্ধেয় ইডেনে হাজির থাকবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দুজনে একান্তে বৈঠকও করবেন।বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের দাবি তিস্তার পানি। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও না হওয়ার জেরে বারবার হাসিনা সরকারকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।-২০১১ সালে ঢাকা সফরে গিয়ে তিস্তা জলবণ্টন ও স্থলসীমান্ত চুক্তি করার প্রতিশ্রুতি দেন ততকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদিও ঢাকা সফরে গিয়ে চুক্তি রূপায়নের বার্তা দেন-সেই মতো স্থলসীমান্ত চুক্তি হয়কিন্তু, মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তিতেই তিস্তা জল বণ্টন চুক্তি নিয়ে এগোতে পারেনি দিল্লি।মমতা বারবারই জানিয়েছেন, তিস্তায় পর্যাপ্ত জলের অভাবে এরাজ্যের উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবীরা এমনিতেই সমস্যায়। বাংলাদেশকে জল দেওয়ার আগে সমীক্ষা করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।এই প্রেক্ষাপটে, শুক্রবার, আলিপুরের একটি হোটেলে হবে মমতা-হাসিনা বৈঠক। যা একেবারেই ঘরোয়া এবং সৌজন্যমূলক।

১০ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট, লজ্জাজনক হারের রেকর্ড

দশজন ব্যাটসম্যান। কেউ খাতা খুলতে পারলেন না। এর আগে ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা সন্দেহ। মুম্বইয়ের জনপ্রিয় স্কুল টুর্নামেন্ট হ্যারিস শিল্ড-এ প্রথম রাউন্ডের নক আউট ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ স্কুলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল চিল্ড্রেন্স ওয়েলফেয়ার স্কুল। প্রথম ম্যাচেই লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হতে হল চিল্ড্রেন্স ওয়েলফেয়ার স্কুলকে। ১১ জনই আউট হল শূন্য রানে। দলের মোট রান উঠল সাত। সেটাও অতিরিক্ত। ৭৫৪ রানে স্বামী বিবেকানন্দ স্কুলের বিরুদ্ধে হারল তারা।হ্যারিস সিল্ড টুর্নামেন্ট মানেই রেকর্ডের ছড়াছড়ি। এই টুর্নামেন্ট থেকেই উত্থান পৃথ্বী শ-র। আবার এই টুর্ইনামেন্টে ১০০৯ রানের ইনিংস খেলে রেকর্ড গড়েছিলেন মুম্বইয়ের প্রণব ধনওয়াড়ে। এবার হ্যারিস শিল্ডের এই রেকর্ড কিন্তু অনভিপ্রেত। এদিন মাত্র ছয় ওভার ব্যাটিং করে চিল্ড্রেন্স ওয়েলফেয়ার স্কুলের ব্যাটসম্যানরা। বোরিভলির আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচ নিয়ে এখন মুম্বইয়ের ক্রিকেট সার্কিটে জোর আলোচনা চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্কুলের মিডিয়াম পেসার অলোক পাল তিন ওভারে ছটি উইকেট তুলে নিয়েছেন। প্রথমে ব্যাট করে ৩৯ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে তোলে ৭৬১ রান। ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন মিত মায়েকর। ১৩৪ বলে ৩৩৮ রান করেন তিনি। ৫৬ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মারেন তিনি।

পরিচিতি জানতে চাই

গত ১১/১১/২০১৯ইং দুপুর অনুমান ১টা ৩০ মিনিটে কদমতলা থানার বড়বাবুর নিকট খবর আসে যে একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃততেহ ব্রজেন্দ্রনগর জঙ্গলে কাঁচা ড্রেইনে পড়িয়া আছে। মৃত ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা হল বয়স অনুমান ৩৫/৪০ বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং ফরসা, মাথায় কালো চুল আছে, পড়নে কোন কিছু নেই। উক্ত সংবাদ মূলে কদমতলা থানায় একটি মকদ্দমা নেওয়া হয় যাহার নাম্বার হল ৬১/২০১৯ তাং ১১/১১/২০১৯ ধারা ৩০২ আই, পি, সি।
উপরোক্ত মৃত পুরুষ ব্যক্তির বিস্তারিত নাম ঠিকানা জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ওসি কদমতলা থানা ফোন নং - ০৩৮২২-২৬৩২৭১
এস, ডি, পি, ও, ধর্মনগর ফোন নং - ০৩৮২২-২২০৩০৯
এস, পি, উত্তর ত্রিপুরা ফোন নং - ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬
পুলিশ কন্টোল, উত্তর ত্রিপুরা নং - ০৩৮২২-২৩৪৪১১
দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।
ICA/D-1286/2019-20

No. F.6(1)-Agri/EE/W/201 8-19 / P/V /3472-85 Dated, Agartala, the 8/11/2019
PRESS NOTICE INVITIN AUCTION NO:- 18/AGRI/EE(WEST)/2019-20

Sl No	Name of the work DNIT NO.	Reserve Value	Time of Completion	Last date & time for receipt of application for issue of tender/ auction form	Date of Dropping	Time and date of opening of tender / auction	Place of sale of tender/auction documents.
1	DISMANTLING, DISPOSAL AND CLEANING OF SITE OF EXISTING OLD SEMI PERMANENT STRUCTURE OF SHED FOR FISH & MEAT AND TOILET AT ANANDANAGAR MARKET UNDER DUKLI AGRI SUB DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT. (Plinth area = 186.75 sqm.) **DNIT NO.- 26 IAGRI / EE / W /2019-20**	Rs. 70,414.00	15(Fifteen) days	Upto 4.00 PM on 28/11/2019	Upto 3.00 PM on 30/11/2019	At 15.30 Hrs on 02/12/2019 (If possible)	O/O Executive Engineer (West). Deptt. of Agriculture & FW.

The tender/auction documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & FW,Agartala from 11.00AM to 4.00 PM during office hours on all working days specified as above.
For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-1680/2019
(Er. Ajay Jamatia)
Executive Engineer (West)
Department of Agriculture & FW
Tripura, Agartala
আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায়-নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

PNIT NO: ePT17/EE/RD/KCP/DIV/2019-20 /2300 DATED- 18/11/2019
On behalf of the ‘Governor of Tripura’ the Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, **North Tripura, Tripura** invites percentage rate e-tender (single bid system) in PWD form-7 from the eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 5.00 P.M.** on **03/12/2019** for the following works:

Sl No	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time
1	Construction of Community hall at Kwanpui under R.D. Kanchanpur division. DNIT No : eDT05/SE/RDC-3/KCP/DIV/2019-20 dated : 18.11.2019.	Rs. 1529359.00	Rs. 15294.00	240 Days
2	Construction of sports gallery at Kalacherra H.S. school under R.D. Kanchanpur division during the year 2019-20. DNIT No : eDT06/SE/RDC-3/KCP/DIV/2019-20 dated : 18.11.2019.	Rs. 3272933.00	Rs. 32729.00	240 Days
3	Construction of sports complex cum gallery at South Eastpart of Kadamtala school field (phase-1) at Kadamtala under R.D. Kanchanpur division during the year 2019-20. **DNIT No: - eDT07/SE/RDC-3/KCP/DIV/2019-20 dated 18.11.2019.**	Rs. 3237069.00	Rs. 32371.00	240 Days

Last Date for Document Downloading is 03/12/2019 up to 5.00 P.M. & Time and Date for Opening of Bid is at 12.00 Noon or 04/12/2019. The Document Downloading and detailed information for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1685/2019
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura.
আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায়-নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বেহালাবাড়িতে আইন পরিসেবা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং খোয়াই মহকুমা আইন পরিষেবা কমিটির সহায়তায় আজ তুলাশিখর ব্লকের বেহালাবাড়ি এডিসি ভিলেজ কার্যালয় প্রাঙ্গণে আইনি পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয় । শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা ও দায়রা পঙ্কজ কুমার দত্ত। এস পি কিরণ কুমার কে, খোয়াই মহকুমার মুখ্য ন্যায়াধীশ শুভ্র নাথ, মহকুমা শাসক চন্দ্রানী চন্দন, ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব শুভাশিস শর্মা রায় এবং ডেপুটি সেক্রেটারী দেববর্মা প্রমুখ।

প্রধান, অতিথির ভাষণে জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে আইন পরিষেবা শিবিরের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ অজ্ঞতার কারণে আইনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এই শিবির তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে। জেলা ও দায়রা জজ পঙ্কজ কুমার দত্ত বলেন ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ২২ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবরগুলিতে সাধারণ মানুষকে তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। আগামী ১ ডিসেম্বর খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ আইন পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলেও তিনি জানান। জেলার এসপি কিরণ কুমারকে’ও বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ছয়ের পাতায় দেখুন

থাইল্যান্ড-লাওস সীমান্তে শক্তিশালী ভূকম্পন, ঘর-বাড়িতে ফাটল

ব্যাঙ্কক, ২১ নভেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল থাইল্যান্ড-লাওস সীমান্তউ বৃহস্পতিবার সকালে ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তর থাইল্যান্ড এবং উত্তর-পশ্চিম লাওস সীমান্তবর্তী এলাকায়উ তীব্র ভূকম্পনে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘর-বাড়িতে ফাটল ধরেছেউ ভূকম্পনে হতাহতের কোনও খবর নেইউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় থাইল্যান্ড-লাওস সীমান্তেউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল উত্তর-পশ্চিম লাওস-এ (নানপ্রদেশের ফ্যাকিয়াত জেলার

ছয়ের পাতায় দেখুন

খয়েরপুরে রাজনৈতিক হিংসায় আহত ব্যক্তির বাড়িতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। গত ১৭ নভেম্বর খয়েরপুরে আরক্ষা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সিপিআইএম দলের র‍্যালি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সভা শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় বিজেপি নামধারী দুষ্কৃতিকারীরা কর্মী সমর্থকদের বাসটিতে ইট পাটকেল ছুঁড়ে আক্রমণ করে। এতে বাসটির জানালাগুলি ভেঙে যায় এবং বাসে অবস্থানরত চার মহিলা কর্মী ইটের আঘাতে মারাত্মক জখম হন। তাদের পরবর্তী পুলিশ কর্ডন করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী মানিক সরকার রেশম বাগান সংলগ্ন ইছামুড়ায় এক আহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যান এবং তার খোজ খবর নেন। তিনি বলেন, এধরনের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায়ই ঘটছে। তবে এসব সুস্থ সমাজে কাম্য নয়।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অখিল আব্দুল হামিদ কুরেশিকে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা জাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা গ্রহণ করে রাজ্যপাল অখিল আব্দুল হামিদ কুরেশি বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য আইনজীবী, বিচারপতি সহ সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি এবং আইনজীবীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের ৫ দিনের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে বাধারঘাট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাধারণ যুবকদের নিয়ে আগুন নেভানো এবং প্রাণরক্ষা সম্পর্কীয় পাঁচদিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে প্রেকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে রাজধানীর শপিং সহ সিটি লাইফে নিয়ে এসে আগুন লাগলে প্রাথমিক কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আগুনের লেলীহান শিক্ষা থেকে কিভাবে উদ্ধার করে প্রাণ রক্ষা করা যায় তা হাতে কলমে দেখানো হয়। আগুন লাগলে তার থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতা বাড়াতেই এই প্রশিক্ষণ বলে জানালেন আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা।

নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরা ডে সেলিব্রেশন

আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ইন্ডয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরা ডে সেলিব্রেশন-এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। হংসধ্বনী থিয়েটারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুরু হবে দুপুর আড়াইটায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং সাংসদে রেবতী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম। ত্রিপুরা ডে সেলিব্রেশন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নব নিযুক্ত মুখ্য বিচারপতিকে সংবর্ধনা জানায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসো। ছবি- নিজস্ব।

সমাজকে ভাগ করার চেষ্টা করছে বিজেপি, এনআরসি নিয়ে ক্ষোভ অধীরের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমের মতোই গোটা দেশের সমস্ত রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া হবেউ বুধবার রাজ্যসভায় এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ এবার এনআরসি নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্ষমতাসীন দল অর্থাতভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীউ অধীরের মতে, সমাজকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি এবং ক্ষমতাসীন দলউ

বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে এনআরসি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, ‘আমি মনে করি, সমাজকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি এবং ক্ষমতাসীন দলউ এনআরসি সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিতউ’ প্রসঙ্গত, বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া গোটা দেশেই চলবেউ ধর্ম নির্বিশেষে কারও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়, সবাইকে এনআরসি-র অধীনে আনাটাই শুধুমাত্র প্রক্রিয়াউ’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ‘খসড়া তালিকায় যাদের নাম পাওয়া যায়নি, তাঁদের ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার অধিকার রয়েছেউ অসমজুড়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবেউ যদি কোনও ব্যক্তির কাছে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার টাকা না থাকে, তাহলে আইনজীবী নিয়োগের ব্যয় বহন করবে অসম সরকারউ’

মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতেই আক্রমণ, টুইটে রাজ্যপাল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি স)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিতেই তাঁকে আক্রমণ করছেন রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরা ! এমনটাই অভিযোগ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর।

বৃহস্পতিবার সকালে একটি টুইট করেন তিনি। তাতে অভিযোগের সুরে রাজ্যপাল লেখেন, “একের পর এক মন্ত্রীরা রাজ্যপাল সম্পর্কে জনসমক্ষে আক্রমণ করে চলেছেন। আমি নিঃসন্দেহে এই সমস্ত আক্রমণকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বলেই ধরে নিচ্ছি এবং এটি আমার এবং যারা গণতন্ত্র ও সংবিধানে বিশ্বাসী তাদের পক্ষে উদ্বেগজনক।”প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ং রাজ্যপালকে ‘বিজেপি পার্টি ম্যান’ বলে আক্রমণ করেছিলেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

জল কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ এসইউসিআই’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তর এক নোটিফিকেশানের মাধ্যমে আগরতলা পুর নিগম সহ ২০টি পুর সংস্থায় মিটার যুক্ত ও মিটার ছাড়া জলসংযোগের ক্ষেত্রে জল কর ধার্য্য করে তা কার্যকর করার কথা বলেছে। মিটার বিহীন এপিএল ভুক্ত নাগরিকদের জলের কর প্রতি মাসে ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা ধার্য্য করেছে। এই বৃদ্ধির হার ৪০০ শতাংশ। এই অস্বাভাবিক হারে জলকর বৃদ্ধির তীব্র বিরোধীতা করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ যখন বেরোজগারী, মূল্যবৃদ্ধি, অভাব অনটনে দিশেহারা তখন রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একের পর এক কর বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনগণের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে চলছে। এই অস্বাভাবিক জল কর বৃদ্ধি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসইউসিআই(সি) দল এই জল কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুরোপুরি জনস্বার্থবিরোধঈ বলে আখ্যা দিচ্ছে এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে এই জনবিরোধী জল কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সকল জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতেএগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রয়াত সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ নভেম্বর।। প্রয়াত সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হয় মৃত্যু বার্ষিকীতে শহিদ সাংবাদিক স্কয়ারে তার স্মৃতিতে মোমবার্তি প্রজ্জ্বলন করে শ্রদ্ধা জানালেন সাংবাদিক মহল। ২০১৭ থেকে ২০১৮ দুইটি বছর রাজ্যের সাংবাদিক মহলে কালো ছায়া বয়ে আনে। রাজ্য থেকে চক্রান্ত করে দুই সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক এবং সুদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রাণ কেড়ে নেয় দুষ্কৃতিকারীরা। রাজ্যের সাংবাদিক মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া। হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সেদিন সাংবাদিকরা নেমেছিল রাজ পথে। তৎকালীন সরকার তদন্তের নামে সময়ক্ষেপন করতে থাকে। ২০১৮ সালে নতুন বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দুইটি মামলা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-রে হাতে তোলে দেয়। পরবর্তী সময় সিবিআই আধিকারিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত দুইজন টিএসআর-এর আধিকারিককে জালে তোলে আদালতে সোপর্দ করে। বৃহস্পতিবার ২১ শে নভেম্বর সেই দিনটির কথাই স্মরণ করল রাজ্য সাংবাদিক মহল। এইদিনেই সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে জনগণের সব চাইতে নিরাপদের স্থান পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্পকে কলঙ্গিত করে পবিত্র ক্যাম্পকে নিরীহ সাংবাদিকদের রক্তে স্নাত করে সুদীপ দত্ত ভৌমিককে গুলি চালয়ে হত্যা করে। এদিন শহিদ সাংবাদিক স্কয়ারে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। সাংবাদিক মহলে দাবি অনতি বিলম্বে দুই সাংবাদিক হত্যার দোষিদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। যাতে রাজ্য সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হলে দোষীদের যে সাজা হয় সেই শিক্ষা দিতে। পুনরায় সুদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রতি সমবেদনাও জ্ঞাপন করা হয়।

ক্ষমতায় থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডকে পৃথক রাজ্য হতে দেয়নি কংগ্রেস, তোপ অমিতের

লোহারদাগা, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডকে পৃথক রাজ্য হতে দেয়নি কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার লোহারদাগায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে এমনই জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন অমিত শাহ জানিয়েছেন, পৃথক রাজ্যের দাবিতে ঝাড়খণ্ডবাসী দশকের পর দশক ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিল। কয়েক হাজার যুবক শহিদ হয়েছিলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডকে পৃথক রাজ্য হতে দেয়নি কংগ্রেস। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আত্মপ্রকাশ করে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য। ২০১৪ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। গরিব শ্রমিকের সন্তান রঘুবর দাসকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসায় বিজেপি। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে বিপুল উন্নয়ন হয়েছে।

এদিন আধিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যে বিজেপি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ হওয়া আধিবাসী যোদ্ধাদের স্মরণে ২০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করে গড়ে তোলা হয়েছে সংগ্রহশালা। আদিবাসী শিশুদের লেখাপড়ার জন্য রাজ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ৪৩৮ একলব্য স্কুল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ফের ক্ষমতায় এসে বিজেপি সরকারের প্রথম কাজ হবে অনগ্রসর শ্রেণী মানুষের সংরক্ষণের শতাংশের হার বাড়ানোর জন্য কমিটি গঠন করা।

রাজ্যে মাওবাদীদের দমন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, মাওবাদী দমনে বিজেপি সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের পথে রাজ্যকে নিয়ে আনা হয়েছে। সেই কারণেই ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি কোণায় বিদ্যুত, পানীয় জল, গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে শীঘ্রই সঙ্কল্প পত্র প্রকাশ করা হবে বিজেপির তরফে। ঝাড়খণ্ডের সামাজিক রচনায় অনগ্রসর শ্রেণীর অবদান অনেক। রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষণ পান না অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। ডিস্ট্রিক মাইনিং ফান্ডের মাধ্যমে ৩২ হাজার কোটি টাকা আদিবাসী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে। রঘুবর দাসের নেতৃত্বাধীন সরকার লোহারদাগায় ৩০৯ কোটি টাকা খরচ করে ৭৫০ কিলোমিটার রাস্তা বানিয়েছে। জেলায় ৩২ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৫ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ১৬০০-র বেশি গবাদি পশুবিতরণ করা হয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ জানিয়েছেন, কংগ্রেস ৭০ বছর ধরে দেশ চালিয়েছে। কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করেনি। দীর্ঘ সময় দেশ শাসন করেও গরিবের ঘরে গ্যাস, বিদ্যুত, স্বাস্থ্য কার্ড, শৌচালয় পৌঁছিয়ে দিতে পারেনি। রাজ্যে রঘুবর দাসের সরকার গঠনের পরই উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে।

বধূ হত্যার দায়ে অভিযুক্তকে নয় বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। বৃহস্পতিবার এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ এর আদালতে রানীর বাজার থানার ১৩-২০১৭ নম্বরভুক্ত মামলায় অভিযুক্ত শঙ্কর দেবনাথকে বধু হত্যার দায়ে দুই ধারায় ২ বছর ও ৭ বছর মোট ৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার ও দশ হাজার করে মোট পনের হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আরও ছয়সাসের কারাদণ্ড বিধান দিয়ে রায় প্রদান করেন গোবিন্দ দাসের আদালত জানালেন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর কার্তিক জমাতিয়া।

পুলিশ এবং এটিএফের যৌথবাহিনী অভিযানে ধৃত পলাতক দুষ্কৃতী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নয়ডা, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : নয়ডা সেক্টর পুলিশ এবং এটিএফের যৌথবাহিনী বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে এক পলাতক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুষ্কৃতী উপর ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রশাসন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশি অভিযান চলাকালীন দুষ্কৃতী জখম হয়। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার পর জেলে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক রাজকুমার মিশ্র জানান, বুধবার রাতে শাহিদ চামন পেট্রোল পাম্পের পাশে সেক্টর ৫৪-র একটি জঙ্গলের কাছে পুলিশের যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম মেহেরবান সিং ওরফে বান্টি। অভিযান চলাকালীন তার গুলি লাগে এবং জখম অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। ২০০৫ সালে মুট্রিগঞ্জ থানায় পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সুরেন্দ্র সিংহ নামে এক পুলিশের রাইফেল ছিনতাই করে এবং পুলিশ কর্মীদের গুলি করে সে পালিয়ে যায়। এই হামলায় পুলিশ কর্মী সুরেন্দ্র সিং জখম হন। পরে যদিও গ্রেফতার হলেও ২০০৮ সালে ফের পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর পুলিশ প্রশাসন থেকে তার উপর ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের পদত্যাগের দাবি আপ-র

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের পদত্যাগের দাবি তুলল আম আদমি পার্টি(আপ)। দিল্লির জল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ তুলে আপ দলের সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরামবিলাস পাসোয়ানের পদত্যাগের দাবি তুললেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লির জল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ান জানিয়েছিলেন, দিল্লির দেশের প্রধান ২১টি শহরের তুলনায় বেশি দূষিত। রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং এদিন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ তুলে বলেন, রামবিলাস পাসোয়ান এই মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট দিয়ে দিল্লির বাসিন্দাদের অপমান করেছেন। আপ দলের মুখপাত্র রাঘব চাড্ডা বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের দেওয়ার ফলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তিনি বদনাম করেছেন। এটি একটি রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলেও তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই মিথ্যে বলার একটি উদ্দেশ্যে রয়েছে। নিজের সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার করেছেন তিনি, তাই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

পাঁচ ট্রিলিয়ান ডলারের অর্থনৈতিক শক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত : মোদী

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ক্যাগ) এর এক কর্মসূচিতে বলেন, ভারত পাঁচ ট্রিলিয়ান ডলারের অর্থনৈতিক শক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে । আজ দিল্লিতে ক্যাগের উদ্যোগে আয়োজিত ‘অ্যাকাউন্ট্যান্টস কনক্লেভ’-এ প্রধানমন্ত্রী হিসাব নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকদের অডিটে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পরমর্শ দেন। এদিন চাণক্যর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, তাঁর জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হিসাবরক্ষকদের ভুল না করার আবেদন করেন। ক্যাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের থেকে বেশি প্রত্যাশা রয়েছে উ কারণ আর্থিক স্বাস্থ্য আপনার উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, ক্যাগকে এখন ক্যাগ ২.০ হতে হবে।এদিন প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, ডিজিটাল ভারতে সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। জনধন, আধার এবং মোবাইল (জ্যাম) প্রকল্পের আওতায় সরকারের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য অনলাইনে উপলব্ধ হওয়ায় সবকিছু এখন ডিজিটাল এবং দুর্নীতিমুক্ত। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রক্রিয়ার কারণে প্রতিবছর প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা ভুল হাতে যাওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছে উ যে টাকা সরকার কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যবহার করতে পারছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা অবশ্যই পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছি, সময়ে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছে করব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।